কার্টুন

প্রথম পর্ব

কুমার অজিত সম্পাদিত



চলন্তিকা পাবলিশার্স

প্রকাশক

গিরীন্দ্রনাথ সিংহ

চলন্তিকা পাবলিশার্স

২২।১ কর্নওআলিস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর

গিরীন্দ্রনাথ সিংহ

দি প্রিন্টিং হাউস

২০, কালিদাস সিংহ লেন

কলিকাতা-৯

দাম

এক টাকা

১০০টি

কার্টুন এঁকেছেন



১৫০টি হসন্তিকা

সংগ্রহ করে দিয়েছেন

প্রণব বিশ্বাস

ও

শক্তি দত্ত

প্রকাশকের নিবেদন

অধুনালুপ্ত বহুল প্রচারিত 'চলন্তিকা' মাসিক পত্রিকায় এই বই-এর প্রত্যেকটি কার্টুন ও অধিকাংশ হসন্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

কার্টুন

প্রথম পর্ব



হাত বাইরে রাখবার মতন কাঁচা ছেলে আমি নই বাবা।

কার্টুন



ডুবে গেলুম, রক্ষা করুন! বাঁচান আমায়

—না আপনি নয়, আপনার পিছনের লোকটাকে বলুন

কার্টুন



—বিয়ে সম্বন্ধে তোর মত কি জ্যোতি!

—বিশেষ ভাবিনি। তবে ওটা শেষের সম্বল ছাড়া আর কি



—ওটা! ওটা হচ্ছে কংক্রীট। ওটা রান্না খুব সোজা—কণ্ট্রোলের চাল থেকে চালগুলো বেছে ফেলে যেটা রইল তার সঙ্গে সিমেণ্ট আর জল দিলেই হ'ল।



—দেখছিস কি রকম রাজযোটক মিল হয়েছে।



—আগুন নিয়ে খেলা করছ মদনদা!

—দেশলাই-এর কাঠি ফুরিয়েছে, দেখিনা সিগারেটটা ধরে কি না।



—পরের চিঠি পড়ার অভ্যেস তোমার মতন আমার নেই, বুঝলে। তবে চিঠি এলে কেবল খুলে দেখি কে তোমায় চিঠি লিখছে।

—Marryর ভবিষ্যৎ কাল কী ?
—Divorce স্যার !

—স্যার, আমি আমার স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম দিয়েছি আমাকে গ্রেপ্তার করুন ?
—আপনি কি তাকে খুন করেছেন ?
—না। আর সেই জন্যেই হাজতে থাকতে চাইছি !



—ছোটদি তুমি আমায় আশীর্বাদ কর আমি যেন বাংলার কাঙ্কু হতে পারি।

স্ত্রী। ও মেয়েটা কে? আমাদের দিকে অমন হাঁ করে দেখছে?

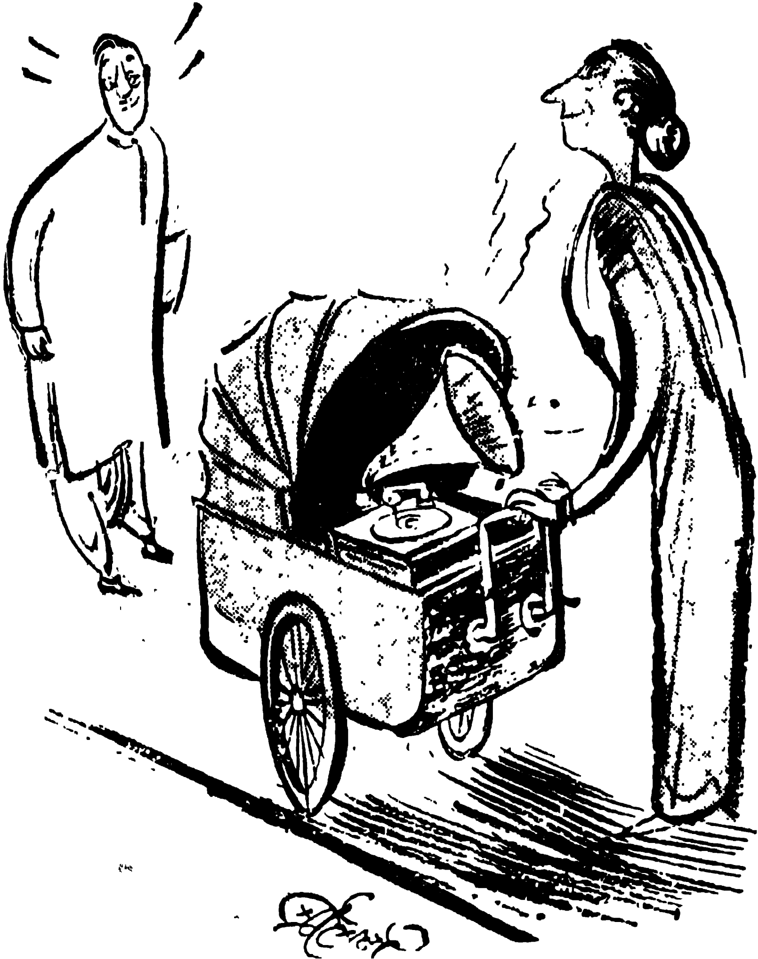
স্বামী। চুপ, চুপ, আস্তে! তুমি যে কে তা ওর কাছে কাল কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত হবে দেখছি।



(ক্যাপসন নেই)

"তুমি তো আচ্ছা লোক হে! তুমি মিসেস রায়কে গিয়ে বলেছ যে তাঁর স্বামী মারা গেছে, অথচ আসলে ভদ্রলোকের টাকাগুলোই সব নষ্ট হয়েছে, তার নিজের কিছু হয় নি।"

"মানে আমি ভাবলাম, আস্তে আস্তেই ভাঙা ভালো মন্দ খবরটা। একেবারে হঠাৎ শুনলে শকটা যদি সহ্য করতে না পারেন তিনি!"



—আহা ছেলেটি বাঁচলে হয়, পরে পঙ্কজ মল্লিক হবে।

"আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ তোমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।"

"কিন্তু সে কি? আমার বিয়ে তো কাল।"

"সেই জন্যেই তো বলছি। আজই তোমার জীবনের সব 'চেয়ে সুখের দিন।"



—মশায়ের কি পেশা?

—জন সেবা!

—উঁহু একটু ডিটেলস বলুন, এসব লোক গণনার ব্যাপার, বুঝতে পারছেন।

—অ', ক্ষৌরকার্য করেই চলে আমার, এইযে সেলুন, এটা আমার।

কার্টুন

কোন একটি পত্রিকার "প্রশ্নোত্তর" বিভাগ থেকে উদ্ধৃতি :—

"আমি একটি গরীবের মেয়ের প্রেমে পড়েছি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে না। অপর একটি মস্ত বড় লোকের মেয়ে—তাকে আমি ভালবাসি না—আমার প্রেমে পড়েছে। কাকে বিয়ে করা উচিত আমার ?"

—"যাকে আপনি ভালবাসেন, তাকেই নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন। এবং—অপর মেয়েটির নাম-ঠিকানা অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।"



—হ্যাঁরে সুশীল এটি বুঝি তোর ফিলিমের বৌ ?

—না পিসীমা, ফিলিম কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের দোকানে কাজ করচি, কোম্পানি একে দিয়েছে, কাপড়ের বিজ্ঞাপনের জন্য।

"হ্যাঁ, এইবার ঠিক মনে হয় যে তুমি বিয়ে করেছ। তোমার জামা কাপড়ে আর সেই আগের ছেঁড়া নজরে পড়ছে না।"

"সে-কথা ঠিক বলেছ। আমার বৌ এসে প্রথমেই কি করে কাপড়-জামা সেলাই করতে হয়, শিখিয়ে দিয়েছে আমাকে।"

মেয়েদের পেছনে আর ট্রামগাড়ির পেছনে দৌড়বার কোন দরকার নেই। এক মিনিটের মধ্যেই আবার একটা পাওয়া যাবে।



—তোমার গোরুর রচনা তোমার ভাই-এর সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে—

—তা হবে না স্যার, একটাইত গোরু আমাদের বাড়ি।

বহুকাল বাদে দুই বন্ধুর দেখা হল। একজন অপরকে জিগেস করল—

—কি হে, তুমি কি কখনও বিয়ে করবে না? কখনও এমন কোন মেয়েকে দেখোনি. যাকে দেখে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছে।

—খুব সম্প্রতি। সেদিন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল আমার, আর তখুনি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেলাম।

—বেশ তো, তাকেই বিয়ে করো না কেন?

—তার দিকে দ্বিতীয় বার দেখলাম যে!



-ঐ মেয়ের গলাই আমার বরাত ফিরিয়েছে।

-কি রকম?

-আশে পাশের বাড়িগুলো সব আমি কিনে নিয়েছি

"একজন বিবাহিত লোক এবং একজন অবিবাহিত লোকের মধ্যে কি তফাত বলো তো?"

"কি?"

"অবিবাহিত লোকের জামায় বোতামগুলোও বসানো থাকে না,—আর —বিবাহিত লোকের গায়ে জামাই থাকে না।"

মেয়েটি। (ছেলেটিকে প্রত্যাখ্যান করে) তুমি তোমার চিঠিগুলো ফেরত চাও কেন? তুমি কি ভাবছ ওগুলো কোর্টে নিয়ে যাবো।

ছেলেটি।—না, তা নয়। তবে ওগুলো আমি একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম কি না…পরে আবার দরকার হবে তো।



সবাই ওকে পটের ছবি বলে তাই।

—আচ্ছা, ওরা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেল কেন ?

—কি জানি, তা কেউ জানে না।

—ইস। তাই নাকি। কি ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারি।

"ওঃ। ও লোকটার কথা আর বোলো না। লোকটা আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরেছে।"

"কি রকম ?"

"হ্যাঁ, কিছুতেই নিজের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে না।"

"শুনেছ, গোপাল হাঁসপাতালে গেছে।"

"সে কি, কাল যে দেখলাম ওকে একটি মেয়ের সঙ্গে সিনেমায়।"

"হুঁ সেই জন্যেই তো। ওর বউ-ও ওকে দেখেছিল।"



—তোমায় ছেড়ে যাই কি করে রমা ?

—কেন, ট্যাক্সি, বাস, রিক্সা···

বিদেশে গির্জার-বাইরের-দেওয়ালে বাইবেল থেকে এক লাইন উদ্ধৃত করবার কাজ পেয়ে এদেশী এক শিল্পী যাত্রা করলেন। অনেকটা দূরের পথ, কাজেই সময়ও লাগল অনেকখানি। শিল্পীটি সেখানে পৌঁছে গির্জার দরজায় আঁকতে যাবার উদ্যোগ করতে গিয়ে দেখলেন, কি কথাটা লিখতে হবে এবং কত বড় করে—তা বেমালুম ভুলে গেছেন তিনি। কি আর করা যায় ভেবে টেলিগ্রাম করলেন তিনি সেই কথাটা এবং মাপটা জানবার জন্যে। তাঁর যাত্রাস্থল থেকে টেলিগ্রাম করে কথাটা জানানো হল। ইতিমধ্যে সেখানকার টেলিগ্রাফ-ক্লার্কটি বদল হয়ে গিয়েছিল। নতুন টেলিগ্রাফ-ক্লার্কটি টেলিগ্রাম পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। টেলিগ্রামটি হচ্ছে এই, "Unto us a child is born. Eight feet long three feet wide."



—তোমার জন্যে আমি কিনা করতে পারি, যদি বল………

—বিশেষ কিছু তোমায় করতে হবে না রজতদা, কেবল পায়ের তলায় একটু বালীগঞ্জের জমি আর মাথার ওপর তিনতালা বাড়ী দাও।

পোস্ট-অফিসের কেরানী চিঠিটা ওজন করে বললে, "বড় ভারিহয়ে গেছে, আর একটা টিকিট লাগাতে হবে।"

"ব:লন কি মশাই!" লাফিয়ে উঠলেন গোবিন্দবাবু, "তাতে যে চিঠিটা আরও ভারি হয়ে যাবে!"



—আমার ট্যালেন্ট পোড়া বাংলাদেশ বুঝলে না, ভাবছি বোম্বে গি:য় আমার লেখা 'বাপ ভালনা ভেইয়া ভালা' গল্পটা তুলব।

—শুনলাম নাকি লতিকা মাসীর কাছ থেকে বিরাট সম্পত্তি পাওয়াতেই তুমি তাকে বিয়ে করেছো ?

—না ঠিক তা নয়, ও সম্পত্তিটা অন্য কারো কাছ থেকে লতিকা পেলেও আমি বিয়ে করতাম !

—কি হলো রে ?

—ঘরে কি করে যাবো তাই ভাবছি। যখন আমি আর আমার স্ত্রী বাজারে বার হয়েছিলাম তখন হঠাৎ এক বান্ধবী এসে কথা বলেছিল !

—এতেই এতো ? কাল সিনেমা থেকে বান্ধবীকে নিয়ে বার হবার সময় স্ত্রী দেখতে পেয়েছিল অথচ আমি নার্ভাস হইনি !



—হ্যাঁ ভাই কানাই আমার টাকাটার ···

—সে কথা আর তুলিসনি ভাই। তখনই আমি তোকে বলিনি এই টাকা কটা ধার দিয়ে তুই আমার যা উপকার করলি এ ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারবনা।

—তাহলে তুমি বলতে চাও বিয়ের পর এই পাঁচ বছরে তে মার শাশুড়ী একবার এসেছেন ?

—হ্যাঁ, বিয়ের দশ দিন পর সেই যে এসেছেন আর ফিরে যাননি !

—তোমার ছাদ তো দেখছি ফাটা—তা সব সময়েই কী জল পড়ে ?

—না কেবল যখন বৃষ্টি হয় !

—আমি এই সাইকেলটা কিনে পর্যন্ত মেরামতের জন্যে একটা পয়সাও দিইনি !

—হ্যাঁ, দোকানের মিস্ত্রী তাই-ই বলছিল !

—গুপ্তধন কাকে বলে ?

—যার Income Tax দিতে হয়না।



—মা ! কর্তাবাবুর ভিরমি লেগেছে—বাইরে ঘরে পড়ে আছেন ! হাতে একটা কাগজ আর পাশে একটা কাগজের বড় বাক্স

—হুররে ! আমার জন্ম দিনের কাপড় এসেছে .



এ্যাক্টর—বাঘের ঘরে ঢুকতে হবে ! যদি খেয়ে ফেলে ?

ডিরেক্টর—ওর জন্যে কোন ক্ষতি হবে না ! এটা বইয়ের লাস্ট সিন—এরপর আপনাকে আর দরকার হবে না।

—তোমার কোট, টাই, টুপি, জুতো সবই দেখছি দামী কিন্তু প্যাণ্টটা অতো বাজে মার্কা কেন ?

—কারণ তুমি যেগুলোর নাম করলে সেগুলো সবাই খুলে রাখে কিন্তু প্যাণ্ট কেউ খুলে রাখে না বলে !

—মধু, ডিসগুলো সাবধানে ধুয়ো—দেখো পড়ে না যায়—

—কিছু ভাবতে হবে না দিদিমণি, ডিসগুলো খুব হালকা—পড়লেও আমার পায়ের কিছুই হবে না !



প্রফেসর গিন্নী—হ্যাগা ! তুমি ঠিক দেখেছিলে তো—খোকা খাটে ছিলনা।

—আমি কথা ভালবাসিনা কাজ ভালবাসি—তাই কথা না বলে আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করলেই আসবে—

—আমিও কথা ভালবাসিনা মা ঠাকরুণ—মাথা নাড়ালেই বুঝে নেবেন যে আমি আসব না!

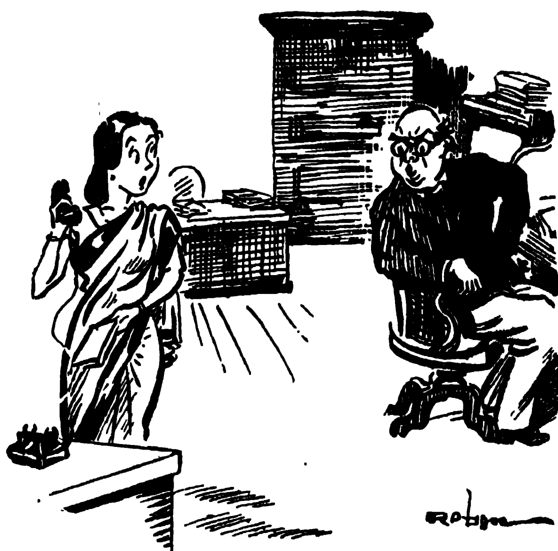
—ভেবে পাচ্ছিনা যে সাইকেল কিনবো না গরু কিনবো—

—তা তুমি কি গরুর পিঠে চড়তে চাও?

—তুমি কি বলতে চাও যে সাইকেলকে আমি দোহন করব!

—দুধ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যে কি করা উচিত?

—গরুর পেটেই রেখে দেওয়া উচিত!



ম্যানেজার—আপনাকে যখনই দরকার হয় তখনই দেখি ফোন করছেন।

এ্যাসিস্টেন্ট—আজ্ঞে ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছিলুম।

ম্যানেজার—বেশ-বেশ, ফোনে কিন্তু 'প্রিয়তম' বলাটা বন্ধ করবেন।

— তোমার গরু কতটা দুধ দেয় ?

—পাঁচ সের ।

—বাজারে কতটা বিক্রী করো ?

— তা ঘরের জন্যে সের তিনেক রেখে দিয়ে বাকী সাতসের বিক্রী করি !



·কি যে হঠাৎ হয়ে গেল···

—তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমার প্রতিবেশী তার মুরগীগুলো নিজের ঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছে ?

—নিশ্চয়ই ।

—কিন্তু কি ভাবে তা হলো ?

—পরশু রাতে গোটা ছয়েক ডিম কিনে এনে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম তারপর কাল সকালে আমার প্রতিবেশীর সামনে সেগুলো সেখান থেকে নিয়ে এলাম !



—এঁ্যা ! এই কোট হ্যাঙ্গারের দাম দু'আনা ? এর থেকে কম দামের কিছু নেই ?

—নিশ্চয় ! পেরেক আছে···

—এঃ, তোমার ঘোড়াটা দেখছি খুব রোগা হয়ে গিয়েছে।

—অসম্ভব নয়, আমি রোজ সকালে উঠে toss করি যে ঘোড়ার ঘাস কিনবো না মদ কিনব, আর, পরপর ছ'দিন ঘোড়াটা হেরে গেছে!



ম্যানেজার—এঁ্যা! এইজন্যে তোমায় মাইনে দি।

কেরাণী—আজ্ঞে না স্যার! মিস মালতী বললেন টাইপ করে করে আঙ্গুলগুলো কি রকম ব্যথা ব্যথা করছে, তাই আঙ্গুলগুলো একটু টেনে দিচ্ছিলুম।

—জানিস আমাদের একটা মুরগী একদিন ভুল করে লেবু খেয়ে ফেলেছিল তারপর সে ছটা লেবু পেড়েছিল!

—ফোঃ! আমাদের একটা মুরগী একবার কাঠের গুঁড়ো খেয়ে ফেলেছিল। তার পর সে বারোটা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বার হলো তখন দেখা গেল এগারোটার কাঠের পা আর বাকীটার গোটাটাই কাঠের!

—একটা ইঁদুরের কিচির মিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

—তা তুমি কি বলতে চাও যে আমি ওর দাঁতগুলোতে তেল দিয়ে দোব যাতে আর শব্দ না হয়!



মাস্টার—দেখুন ইয়ে···আমি···

মেয়ের বাবা—ও···ও বুঝেছি! আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাওতো? বেশ···বেশ আমার অমত নেই—তুজনকে মানাবে ভাল···

মাস্টার—আজ্ঞে না···না···বিয়ে নয়—আমার তিন মাসের মাইনেটা চাইছি···

—আপনি আমার জন্মদিনে যে বাঁশীটা দিয়েছেন সেটা থেকে মাঝে মাঝে বেশ লাভ হচ্ছে।

—তার মানে?

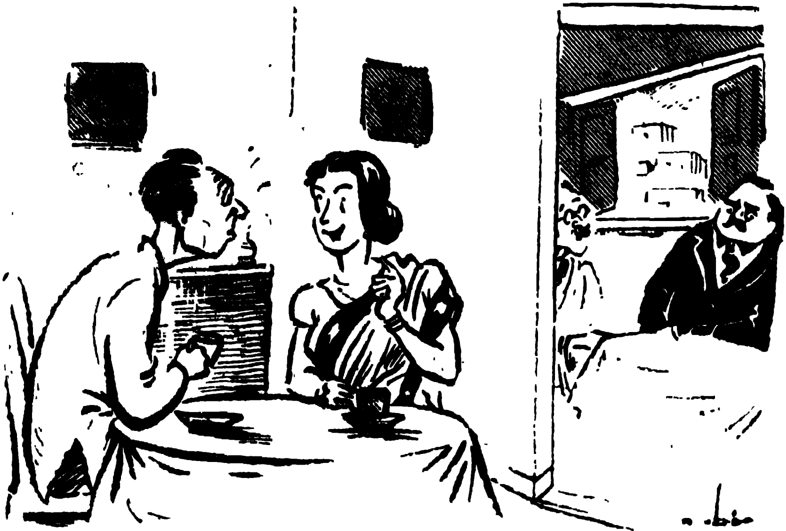
—মানে প্রায়ই মা আমাকে বাঁশী থামাতে বলে আর না থামালে পয়সা দিয়ে থামাতে বাধ্য হয়!

—৩টে থেকে ৬টা অবধি এই তিন ঘণ্টা সন্ধ্যায় যে কি ভাবে কাটাই তাই ভাবছি।

—কেন সিনেমার টিকিট কাটো!

—তার চেয়ে কমে কিছু হয় না?

—তাহলে এক কাজ করো পাশের ডাক্তারখানায় চার আনা দিয়ে ফোন করো—নম্বর পেতে পেতেই তোমার তিন ঘণ্টা অনায়াসে কেটে যাবে!



—মাস্টার মশাই, উনিই আমার বাবা, যান বেশ নির্ভীক গলায় বলুন আপনার মেয়ে ইলাকে আমি বিয়ে করতে চাই। যান্। যান্ না।

—ভাবচি, কালকে বলব, আজ দিনটা ভাল নয়।

—একটা মটর কিনতে হবে
—হঠাৎ মটরের সখ কেন হে ?
—একটা গ্যারেজ ভাড়া পেয়েছি !

—"ভিক্টোরিয়া এ্যাভিনিউ"টা আমি মটর চালানোর সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা মনে করি !
—কেন ?
—কারণ ঐ রাস্তার দু'পাশেই বড়ো বড়ো গাছ আছে ?
—কিন্তু মটর চালানোর সঙ্গে গাছের কি সম্পর্ক আছে ?
—মানে আমার মটর থামাতে হলেই গাছের প্রয়োজন হয় কিনা !

—ট্রাফিক লাইটের কাছে গাড়ি থামানোর পর আর start দিতে পারিনি !
—খারাপ নিশ্চয়ই !
—খারাপ মানে ? অসহ্য ! লাল বাতি নিভে হলুদ তারপর সবুজ হওয়ার পর আবার লালে ফিরে এলো। পুলিশ এসে আমাকে বললো—"স্যার আপনার পছন্দ মতো কোন আলোই কি আমাদের নেই ?"



—পাশের ঘরে ঘুঁগুরের আওয়াজ পাচ্ছি, মেয়ে নাচ শিখচে ?
—মেয়ে নয় মেয়ের মা প্র্যাকটিশ করচে:কাল:নিউ এম্পায়ারে নাচবে

—তোমার মটরের স্পীডোমিটারের কি হলো ?

—কোনো প্রয়োজন হয়না তাই বিক্রী করে দিয়েছি !

—প্রয়োজন হয়না মানে ?

—মানে যখন দরজা কাঁপে তখন বুঝি বিশ মাইল, যখন দরজা, কাঁচ দুই-ই কাঁপে তখন বুঝি চল্লিশ মাইল আর যখন আমি কাঁপি তখন বুঝি যে ষাট মাইল বেগে গাড়ি চলছে !

—তুমি জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে জেলে এসেছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর ?

—কত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে ?

—ষাট মাইল।

—ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলে—কিন্তু কারণটা কি ?

—চোরাই গাড়ি ছিল হুজুর !



– শুনচি কর্মীরা ধর্মঘট করবে স্যার—তা আপনি ফাইভ ইয়ার প্ল্যানিং কমিশনের মতন একটা বিরাট স্কীম দিয়ে ছেড়ে দিন স্যার।

—হাত বার করে বার বার কি দেখছো? দেখছো তো আকাশ একেবারে পরিষ্কার জল পড়বার কোনো আশাই নেই।

—আজ্ঞে না, কোনোদিকে ঘোরবার সময় সেইদিকে হাত দেখাতে হয় কিনা।

—তাহলে ডাইনে বাঁয়ে করে কোনো প্রয়োজন নেই সোজাই চলো?

"তোমার হাতে ওটা কি ফুল হে?"

"ক্রীসান্থিমাম!"

"আমার তো দেখে গোলাপ বলে মনে হচ্ছে।"

"উঁহু! ক্রীসান্থিমাম!"

"বানান করো তো শুনি!"

"ক-য় রি ফলা, দন্ত্য স-য়···আরে সত্যিই তো, এটা তে গোলাপ-ই বটে।"



ব্যাণ্ডেজ আর টিংচার আইডিন আউট অফ্ মার্কেট মশাই। ইলেকশনের জন্য সব পার্টিরা কিনে রেখে দিয়েছে।

প্রচণ্ড ভিড় রয়েছে ট্রামে—খুব সম্ভব সেদিনটা ছিল এম্, সি, সি, টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। এক মস্ত দাড়ী ওয়ালা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন, একটি বেঁটে-খাটো লোক এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে। সে লোকটি মাথায় নেহাতই ছোট, কাজেই হাত বাড়িয়ে ধরবার রডটার নাগাল না পেয়ে, সজোরে চেপে ধরলো ভদ্রলোকের দাড়ীটি। ভদ্রলোক তো খাপ্পা! এতই তিনি চটে গেসলেন যে গোড়ায় কথাই বলতে পারলেননা দু মিনিট। তার পর খিঁচিয়ে উঠলেন, "কি হচ্ছে কি? আপনার থাবাটা সরাবেন আমার মুখ থেকে?" বেঁটে লোকটির চোখ দুটি ছলছল করে উঠল, সে করুণ গলায় বললে, "কেন স্যার? আপনি কি এথ্খুনি নামবেন?"

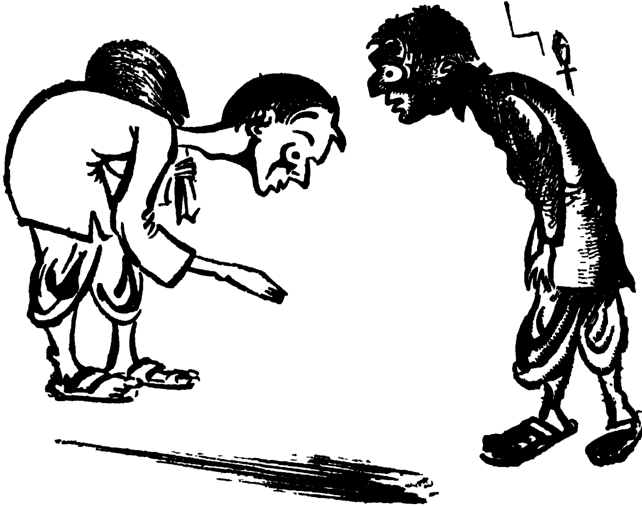


কিং কর্তব্যম—হিন্দু হব না মুসলমান?

কার্টুন

ভদ্রলোক যুদ্ধে যাবার কয়েক মাস পরে তাঁর প্রেয়সী তাঁকে চিঠি লিখলেন, "মনে হয় তোমার জন্যে আর অপেক্ষা করতে আমি পারব না, এখানের এক আই, সি, এসের ছেলে আমাকে বিয়ে করতে চায়। অতএব অনুগ্রহ করে আমার যে ফটোটা তোমার কাছে আছে, সেটা ফেরত পাঠিয়ে দিও।"

পুরো দুদিন ধরে ভদ্রলোক রাগে জ্বলতে লাগলেন, তারপর ক্যাম্পে যার যত ফটো ছিল, দিদিমা, ঠাকুমা, সিনেমা-অ্যাকট্রেস মায় জংলীদের পর্যন্ত সব যোগাড় করে পাঠিয়ে দিলেন, ভূতপূর্ব প্রেয়সীটির কাছে। সঙ্গে পেন্সিলে এক লাইন ছোট্ট করে লিখে দিলেন, আপনি কে বুঝতে পাচ্ছি না। যাই হোক, আমার কাছে যত ফটো ছিল সব পাঠালাম, যদি এর মধ্যে আপনার ছবি থাকে, তবে সেটি রেখে বাকীগুলি যত শীঘ্র সম্ভব ফেরত পাঠাবেন।"



—'ও কি, মশায়। অমন করে কি খুঁজচেন ?'

—'দুবছর আগে একবার ফুটপাথে একশো টাকার নোট কুড়িয়ে পাই। তারপর থেকেই নীচের দিকে চেয়ে হাঁটি।'

—'তা পেলেন আর কিছু ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিপ্পান্নটা বোতাম, একুশটা লাভ-লেটার কয়েক গ্রোস আলপিন আর সাড়ে সাতটাকা।'

পরের দিন সকাল বেলা থানায় এলেন ভদ্রলোক এবং উৎফুল্ল ভাবে ইন্‌স্‌পেক্টারকে বললেন, "কাল রাতে যে চোরটি আমার বাড়িতে ঢুকেছিল তার সঙ্গে কি আমি একটু দেখা ক'রতে পারি ?"

ইন্‌স্‌পেক্টর। সাহের একটু আশ্চর্য হয়ে কারণ জান্‌তে চাইলেন। ভদ্রলোক তখন বললেন, "আমার স্ত্রীকে না জাগিয়ে কি করে যে ও বাড়িতে ঢুকেছিল, তা তো আমি ভেবে পাচ্ছি না মশাই। সেই উপায়টাই জেনে নিতে চাই।"



বড় সাহেব—অফিসের চেয়ে স্ত্রীই বড় হোলো ?

সদ্য বিবাহিত—আজ্ঞে অফিসের দেখাশোনা করবার জন্য আপনার দুশোজন কেরাণী আছে, কিন্তু আমার স্ত্রীর দেখাশোনা করবার জন্য আপাততঃ আমিই একমাত্র কেরাণী স্যার।

—আপনার যমজ ছেলে হয়েছে ?

—তাই নাকি ? তা দয়া করে আমার স্ত্রীকে বলবেন না, আমি তাকে খবরটা দিয়ে আশ্চর্য করে দিতে চাই !

—গয়লাকে বলে দাও আমি বাড়ি নেই।

—কিন্তু ও বিশ্বাস করবে না।

--তাহলে দেখছি আমাকেই যেতে হবে !

—জানিস, আমার স্বামীর এত ভুলো মন যে কাল রাতে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছে যে তাকে সে কোথায় দেখেছে !

—অত যদি রসিকতা করবার ইচ্ছে প্রাণে, 'বাজী' বা 'কালীঘাটা'র গানের প্যারডি গাইতে পারতিস ত বুঝি। তা নয় সেই মান্ধাতা আমলের 'আয়েগা'র প্যারডি এখনও।

—আশা করি এর রঙ উঠবে না ?

—আজ্ঞে না, ওর রঙ ঠিক আপনার মুখের রঙের মতই নিরাপদ ?

—তাহলে দয়া করে অন্য ছিট দেখাবেন ?



—ডাক্তারেরা বলছেন এবার আপনি 'নার্সিং-হোম' ছেড়ে বাড়ি যেতে পারেন ! কিন্তু উনি বলছেন এখনও সেরকম জোর পাচ্ছি না।

—দেখ মেজদি তুমি যদি আমার একটি কথা শোন তাহলে জামাইবাবুকে আবার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে।

—কি, তাই বলনা ফুলঝুরি।

—ওই নার্সটাকে পালটে, বেঁটে মোটা কালো দেখে একটা নার্স রাখ।



—খোকন গত রবিবার ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে তোমায় কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল ? তোমায় কি বলা হয়নি ছোটরা যদি কোন জিনিষ চায়, নিজের স্বার্থ নষ্ট করেও সেটা মেটাবে। স্কিপিংটা অশোককে দিয়ে দাও।

—কটা বাজে ?

— ঠিক নটা।

—ওঃ, সারাদিন আমি সময় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছি অথচ এখন পর্যন্ত দুজনের সময় এক হলো না !

—ঐ রকম কথা যেন তোমার মুখ থেকে আর কোনদিন না শুনি।

—কিন্তু মা, শরৎচন্দ্র ঐ সব কথা বলেছেন।

—তাহলে ও রকম ছেলেদের সঙ্গে আর খেলা কোরো না !



—যাও এখন, দেখছনা ব্যস্ত রয়েছি, খাবার পরে হবে।

—এই সেদিন একটা মোটর কিনতে না কিনতেই আর একখানা কিনলে যে?

—কি করি বলো, মোটরের দোকান থেকে ফোন করতে গিয়েছিলাম, তারপর ওখান থেকে কিছু না কিনে বার হয়ে আসতে কি রকম লজ্জা লাগলো তাই—!

—আঃ, এত রাতে আবার ঘণ্টা বাজে কেন?

—কেউ বাজাচ্ছে বোধ হয়!



—দেখনা ভাই, একটি ছেলেও ওঁর মতন দেখতে হলনা। দুটোই আমার মতন।

—কিন্তু ভাই ওরা বাপের আর কিছু পাক আর না পাক, বাপের মতন চুল পেয়েছে।

- কি করছ হে ?

—চিঠি লিখছি।

—কিন্তু তুমিতো লিখতে জানো না।

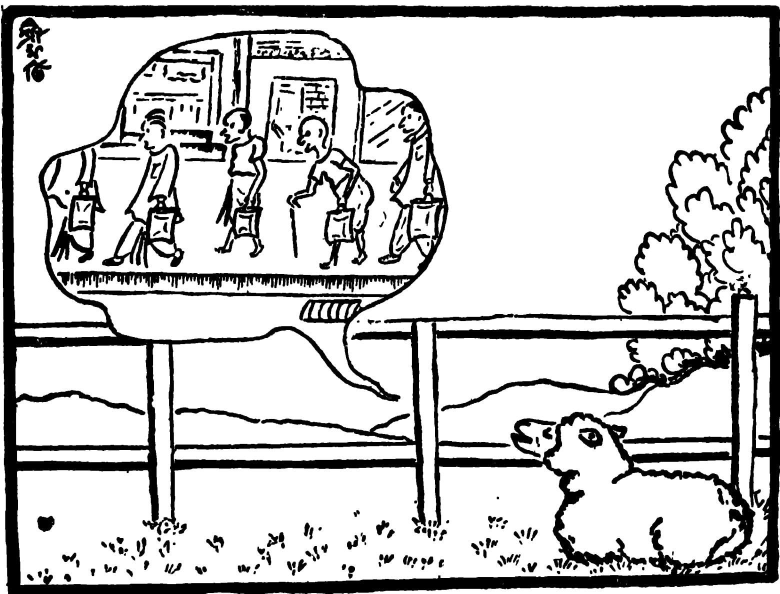
—ঠিক তাই। আমি যাকে লিখছি সেও পড়তে জানে না!



—হায় ভগবান! আমায় কেন তুমি নারী জন্ম দিলেনা!



···একান্নো, বাহান্ন, তিপ্পান্ন·



দুশো পাঁচ, দুশো ছয়, দুশো সাত···



—তোমার বেড়ালের মতন আমাদের কুকুরটিও খুব লক্ষ্মী, আর প্রভুভক্ত।



—দেখেছ ফিরে আসতেই কি রকম ছুটে এসেছে কিন্তু···কি যেন·

—বহুদিন থেকে তো দেখছি এই চিঠিটা তোমার টেবিলে পড়ে আছে!

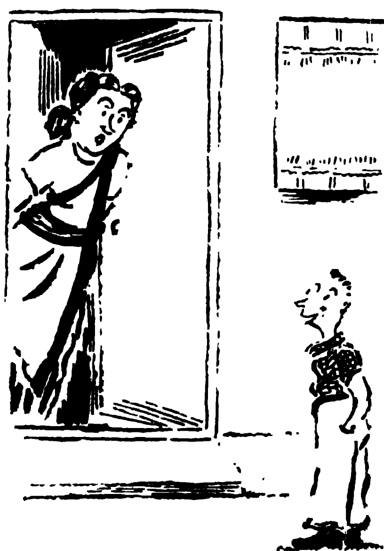
—কি করা যায় বলতো, ওটাকে নিয়ে?

—কেন? খুলে পড়বে—

—বোকার মতো কথা বোলোনা—ওটা যে কার চিঠি তাই আমি জানি না!

—অত জোরে চালাচ্ছো. শেষে কি মারবে নাকি হে? আর অত হাসছই বা কেন?

—ভাবছি যে পাগলা গারদের লোকেরা যখন দেখবে আমি নেই তখন কি ভাববে!



—আচ্ছা, এখানে বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস মঞ্জুলিকা দেবী থাকেন-কি?

—হ্যাঁ, কি চাই তোমার?

—তাকে গিয়ে খবর দাও, একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

—উঠেছি সাতটার সময়, তারপর হোটেলে সাতজন একসঙ্গে খেয়েছি। হোটেলে সাত আনা দিয়ে বার হয়ে দেখি পকেটে সাতটা টাকা আছে। ছুটলাম ঘোড়দৌড়ের মাঠে—দেখি সেই বাজীতে সাতটা ঘোড়া দৌড়বে, কিনলাম একখানা সাত নম্বর টিকিট—

—সেই জিতলো বোধ হয়!

—না, দৌড়ে সেভেন্‌থ হয়েছিল!

—পাঁচ নম্বরটাই খারাপ!

—আমি বিশ্বাস করিনা, ওসব কুসংস্কার।

—যখনই পাঁচজন রেস্টুরেণ্টে গেছি জানি বরাত খারাপের লক্ষণ — নাতো আর আমাকেই সবার দাম দিতে হয়।



নতুন প্রেমিকের শিক্ষক—প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসবে, হাত দুটো তুলবে, হ্যাঁ তারপর চোখ দুটো কপালে তুলবে…

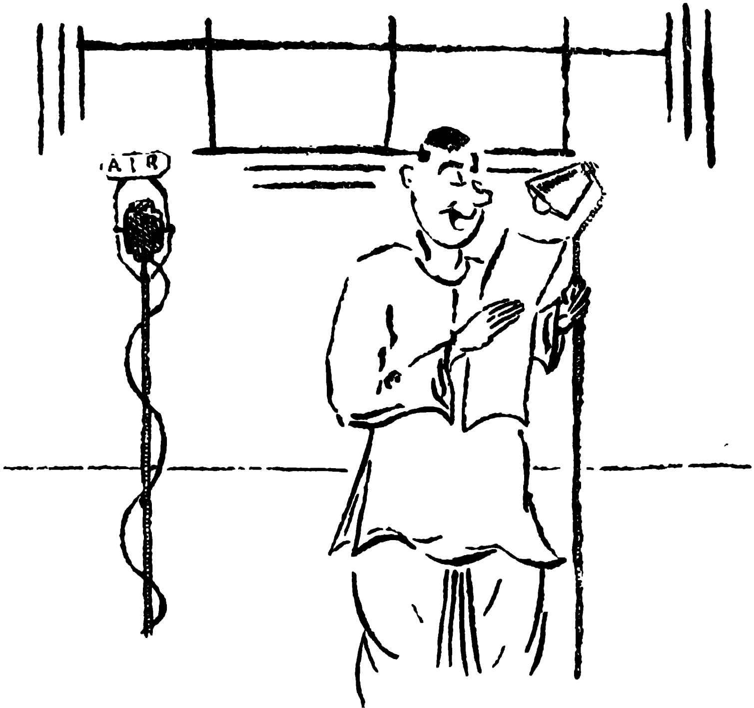
—কখনও লক্ষ্য করেছ কি যে যখন মেয়েরা কোনো জিনিষ চায় তখন গলার স্বর কত আস্তে করে দেয়?

—নিশ্চয়ই। আর না পেলে যে কত জোর করে দেয় তাও হয়তো তুমি জান!

– আমার বাবার মুখ দিয়ে কোনদিন মিথ্যে কথা বের হয়নি।

—কি করে তুই জানলি?

—তিনি নাকে কথা বলেন কিনা!



—জীবনের পথে চলতে গেলে কতরকম আমরা ভুল করি তারই সম্বন্ধে বলি···

—আমার স্ত্রী রাতে এত কথা বলে যে ঘুমাতেই পারিনে!

—ঘুমের ওষুধ কেনো—ফল পাবে!

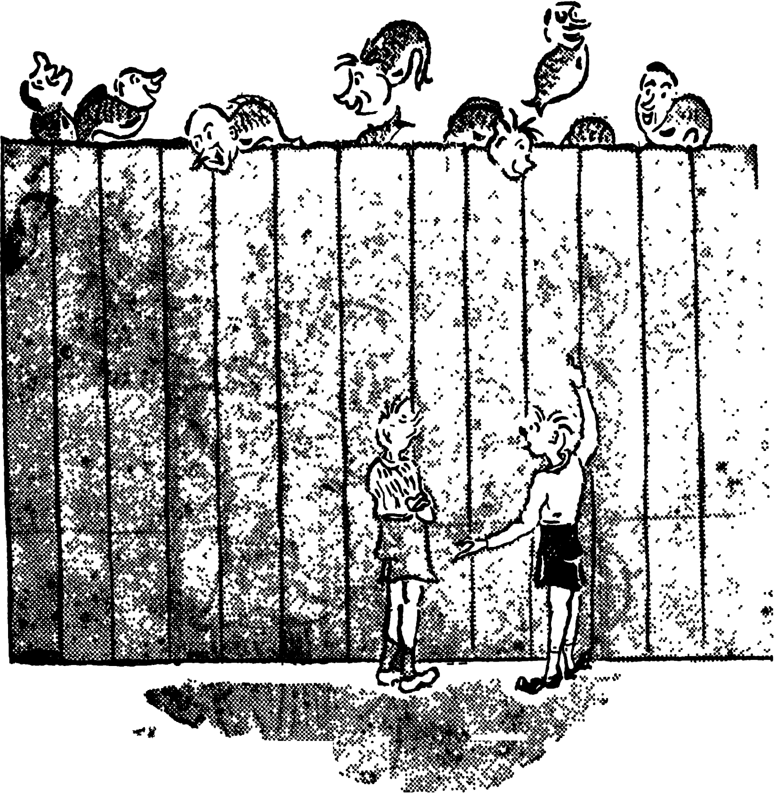
—হ্যাঁ, তাই কিনতে হবে!

—তোমার জন্যে নয়, তোমার স্ত্রীর জন্যে!

—জানিস, মীরা বিজয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে?

—কেন, কি হয়েছিল?

—মারা গেছে!



-মোহনবাগান নিশ্চয়ই আর একখানা গোল খেয়েছে

—কি যে স্টাইল বের হয়েছে বুঝিনা—ছেলে মেয়ে সব প্যাণ্ট পরা—

—হ্যাঁ, পেছন থেকে কে যে ছেলে আর কে যে মেয়ে বোঝা শক্ত !

—পাহাড়ের ওপর যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন দেখি প্রায় হাজার খানেক বক—

—কটা ?

—এই শখানেক, তারপর হঠাৎ—

—কটা বক বললে ?

—এই মানে গোটা পাঁচেক আর কী !

—জানিস, আমাদের দেশে এতবড় সিনেমা আছে যে পেছনে বসলে সমস্ত কথা প্রায় শোনাই যায় না !

—যাঃ যাঃ ! ও আবার বড়ো হলো নাকি ? আমাদের দেশের সিনেমা এত বড় যে পেছন থেকে কেউ ডিম ছুঁড়লে স্টেজ অবধি পৌছতে না পৌছতেই বাচ্চা বার হয়ে পড়ে !



—এই নির্জন জায়গায়, বল··বল···বল সুভো তুমি আমায় ভালবাস ?

—আমার প্রিয়ার দেহের তাপ এত যে সেদিন হাতের মুঠোয় একটা মুরগীর ডিম রেখেছিল আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা থেকে বাচ্চা বার হয়ে এসেছিল !

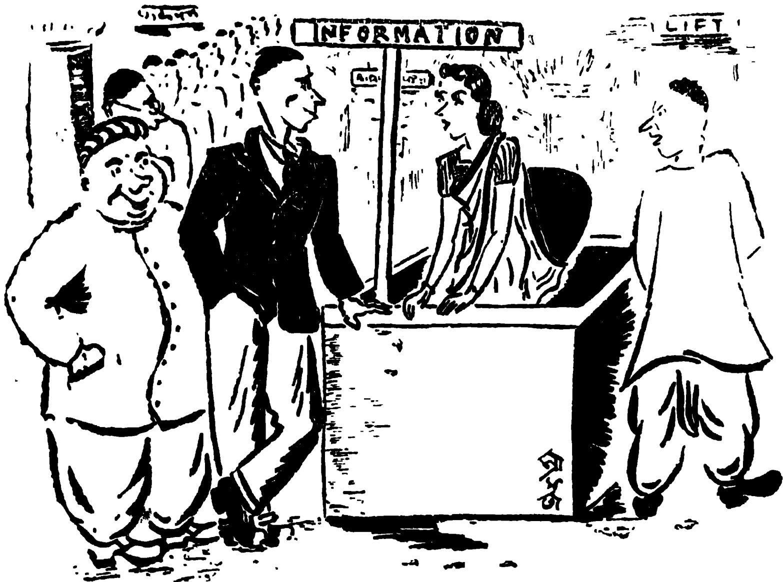
—ফোঃ, আমার উনি সেদিন ভুল করে একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাতে সেই বনের আগুন নেভাতে দশটা দমকল এসেছিল !

—আমার দাদা এত ক্ষিপ্র যে সামনের দরজায় ঘণ্টা বাজিয়েই পেছনের দিক দিয়ে ঢুকে সামনের দরজা খুলে দেয় নিজেকে ঢুকতে দেবার জন্যে !

—রাণী বললো যে আমি তাকে যে কথাটা বলতে বারণ করেছিলাম সেইটা তুমি বলেছো—

—ওঃ কী অদ্ভুত ! আমি তাকে বলেছিলাম যেন সে তোমাকে না বলে যে আমি তাকে ঐ কথা বলেছি—

—যাই হোক, তুমি যেন বোলোনা যে, সে যে আমাকে বোলে দিয়েছে এ কথা আমি তোমাকে বলেছি !



—আপনাদের দোকান কটা থেকে কটা অবধি খোলা থাকে ।

—তুমি যদি কোনো পুরুষকে কিছু বলো তবে তার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বার হয়ে যায়।

—হ্যাঁ। আর যদি কোনো স্ত্রীলোককে তুমি কিছু বলো তবে তার দু' কান দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বার হয়!

—সেদিন একটা মেসিন দেখলাম যার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বললে ধরা পড়ে যায়।

—ফোঃ, আমার ঘরেই সে মেশিন আছে!

—যে সব চেয়ে বড়ো মিথ্যে কথা বলতে পারবে তাকে আমি দশ টাকা দোব।

—তুমি কি ভেবেছো যে তোমার ঐ সামান্য দশ টাকার জন্যে আমি সারা জীবন যে মিথ্যে বলেনি তাই আমি বলব?

—এই নাও, দশ টাকা তোমারই প্রাপ্য।



—এ্যাটম বোমা পৃথিবীকে এইভাবে ধ্বংস করছে·

—কোনো মিথ্যেই কারো ভালো করতে পারেনা।

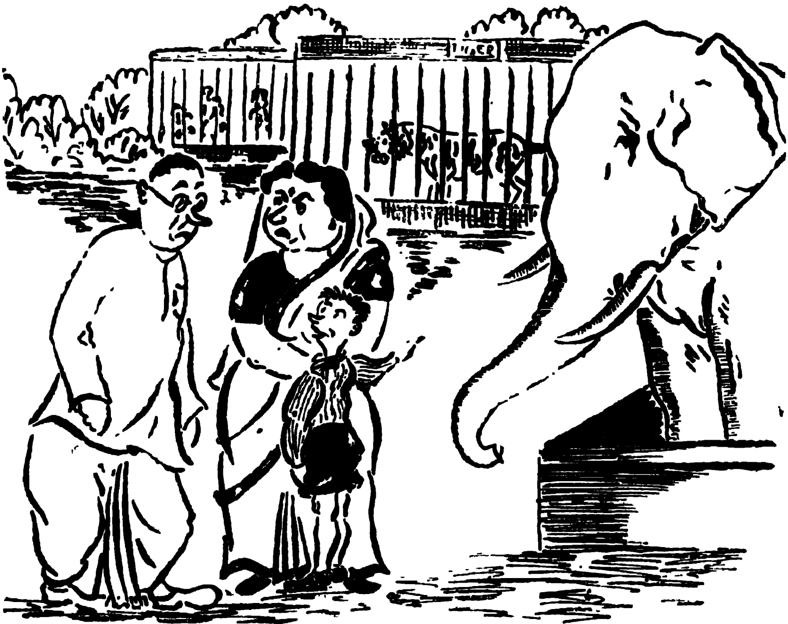
—ভুল, আমার মিথ্যে দাঁত না থাকলে আমি কিছুই খেতে পারতাম না।

— সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে খবরদার যেন মিথ্যে কথা বোলো না।

—উঁহু. মিথ্যে কথা বললে যে কী হয় সে আমার জানা আছে!

—কি হয়?

—Caseএ জিত হয়।



—বাবা তুমি বাঘকে ভয় পাও?

—না।

—সিংহকে ভয় পাও?

—না।

—হাতীকে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তুমি মাকে ছাড়া আর একজনকে ভয় পাও বাবা



—ভাগ্যিস বুদ্ধি করে চাকাওলা জুতোটা এনেছিলুম, তাইত একজিবিশনের সব ছবিগুলো দেখতে পারলুম।

'আশা করি গল্পটা আপনি লিখেছেন?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।'
'আপনাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত!'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।'
'আপনাদের তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য!'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার!'
'তারপর আছাড় মারা উচিত!'

'আমি একটা উপন্যাস লিখবো—'
'কিন্তু তুমি কি লিখতে জানো?'
'তাতে কি আছে, আমি টাইপ-রাইটার ব্যবহার করি!'

'আপনিই কি বিখ্যাত জামোয়ার আঁকিয়ে?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। একটা Sitting দেবেন?'

'গতবারের 'আর্ট একজিবিসনে' আমি একটা পেন্টিং দিয়েছিলাম—'
'তাই নাকি? ছবিটা টাঙিয়েছিল তো?'
'নিশ্চয়ই একেবারে ঢোকবার মুখেই!'
'C ngratulation! কি ছিল সেটা?'
'এই দিক দিয়ে যান' লেখা বোর্ড!"



জান বড়বৌ, তোমার পাটা যদি মার্লিন ডিয়েট্রিচের মতন হত—তবে ক্লার্ক গেবেলের মতন এমনি করে,

...এমনি করে ওই পায়ে রিং গলাতুম। তাতো মা কালী আমার বরাতে দিলেন না, তুমি লাঠি ধরেই দাঁড়িয়ে থাক।

'যখনই আমি গান করি তখনই কাঁদি!'
'তাহলে গান করো কেন?'
'যাতে আমি কাঁদতে পারি!'
'আর কাঁদো কেন?'
'গান গাইতে পারিনা বলে!'

'আমার গান শুনে সকলেই Encore Encore বলে চেঁচাতে লাগলো খালি একজন মাত্র বলে উঠলো Fine Fine!'
'তা তুমি কি Fine দিয়েছিলে?'

'ও কিসের আওয়াজ?'
'বিখ্যাত অভিনেত্রী কৃষ্ণাদেবী গান গাইছেন—'
'ও, আমি ভেবেছিলাম কেউ বুঝি যন্ত্রণায় চীৎকার করছে!'

'ও মেডেলটা কি জন্যে পেয়েছিলে?'
'গান গাইবার জন্যে—'
'আর বড়োটা?'
'গান থামাবার জন্যে!'

'শীগ্রি চলুন দাদাবাবু, দিদিমণি হয়তো পাগল হয়ে গিয়েছেন—'
'কেনরে?'
'শুনেছেন না কি রকম চীৎকার করছে?
'দূর বোকা! ও গান গাইছে!'



—জানেন রজতবাবু, আমি যদি আপনার মতন পুরুষ হতাম, এখুনি ওই হারটা কিনতাম।

—তোমার গলা আমাকে আশ্চর্য করেছে।

—এই শিখতে আমার প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ করতে হয়েছে।

—তাই নাকি? তাহলে চলো আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

—কেন সে গায়ক নাকি?

—না উকীল। সে তোমায় টাকাটা ফেরৎ পাইয়ে দিতে পারে!

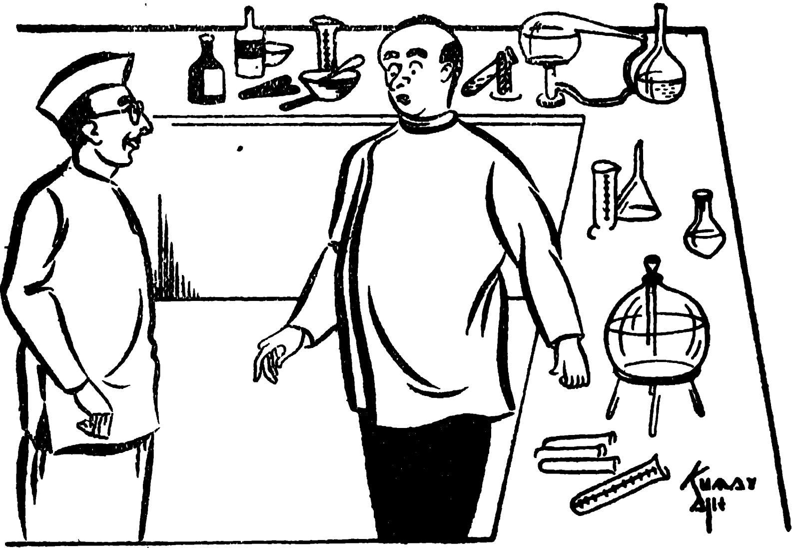
—এখনি যে গানটা গাইলে ওর রচয়িতা কে?

—নামটা ঠিক মনে নেই, তবে ভদ্রলোক মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

—আ-হা-হা বেচারার আরো বিশ বছর আগে মরা উচিত ছিল!

—আমি গান গাইলে সকলেই হাততালি দেয়।

—হ্যাঁ দেখেছি, কানের ওপর!



—কি বললেন, ইলেকসনের ব্যাপারে আপনি এ্যাসিড বাল্বের জন্য হেভিলী বুকড্ হয়ে গেছেন, এখন কোন ওষুধ-পত্তর তৈরী করতে পারবেন না।

—একজন ড্রামবাদক মারা গিয়েছে, তার সৎকারের জন্যে তুমি কী দশটা টাকা দিতে পারো?

—নিশ্চয়ই! এই নাও একশো টাকা, তাদের দশজনকে সৎকার কোরো!

—আমি আমার বিউগল্‌টা বদলে একটা মোটর পেয়েছি, জানিস?

—হ্যাঁ, তাই কখনো সম্ভব?

—নিশ্চয়ই! গাড়ির মালিক আমাদের নীচের তলায় থাকেন কিনা!



মেয়েটা একেবারে সেকেলে, আশুতোষ কলেজ থেকে কসবা ওবধি বেকার ঘোরালে আমায়, কথা বলা দূরে থাক, না ফেললে পেনসিল ওবধি—কিছু যে একটা কুড়িয়ে দিয়ে আলাপ করব তারও উপায় নেই।

—শুনলাম নাকি তুমি তোমার Saxophone বিক্রী করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছ ?

—হ্যাঁ ভাই, কি আর করি বলো পাশের বাড়ির লোকটা কালকে বন্দুক কিনে নিয়ে এসেছে !

—শুনলাম নাকি তুমি নূতন কি আবিষ্কার করেছ ?

—হ্যাঁ, কলার খোসা থেকে জুতো

—সে আবার কি ধরনের জুতো ?

—কেন ? Slipper !

—তার মতন আর ভালো লোক দুটি দেখিনি—সে যেখানেই যায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

—হ্যাঁ তা ঠিক। তবে তার স্ত্রী যেখানেই যায়, একলাই যায় !

—কাল এক বন্ধুর সঙ্গে বড়ো বিচ্ছিরি ব্যবহার করেছি, সেইজন্যে বিবেকের কাছে কষ্ট পাচ্ছি।

—তা ব্যবহারটা ভদ্র করবার চেষ্টা করোনা।

—না বন্ধু, বিবেককে খাটো করবার চেষ্টা করছি !



—চল উঠে যাই, এই থার্ডক্লাশ নাচ আর দেখে কাজ নেই।

—সেই ভাল, কাল বরং আসা যাবে।

—জীবনে কি কোনোদিন তুমি রোমান্সের ছোঁয়া পাওনি?

—হ্যাঁ পেয়েছিলাম। একবার একটি নার্স আমাকে ফিরপোয়ে নিয়ে যেতে বলেছিল।

—তারপর কি হলো?

—আমি যাইনি!

—আর এগোবার আগে তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমি কোনো কিছুতেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করিনে বুঝতে পেরেছো?

—হ্যাঁ।

— তাহলে বলো এবার কোন্‌দিকে যাবো?

—বাড়ির দিকে!



—তোমাদের এখানে কি কি পাওয়া যায়?

—চপ, কাটলেট, পুডিং কেক, কারি, দোঁপেয়াজী, কিস্‌-মি-কুইক, মোগলাই পরটা, এ্যামেরিকান ডেভিল চপ, অস্ট্রেলিয়ান কাটলেট, আফগানী কাটলেট, চাইনিজ টোস্ট, ওভালটিন, কোকো, চা।

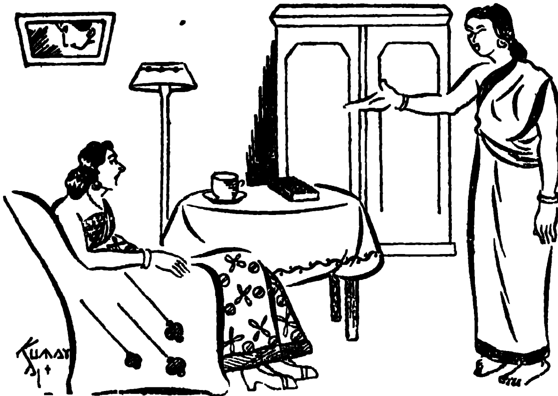
— ওই শেষেরটাই শুধু আমায় দাও।

—আমি আজ মিথ্যেবাদীদের সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলবো। কে কে চব্বিশের পরিচ্ছেদপ ড়েছো?

(সকলেই হাত তোলে)

—তোমাদের সম্বন্ধেই আমি বলতে চাই—এ বইয়ে চব্বিশেব পরিচ্ছেদই নেই।

—সেবার কাঞ্চন বিলে পাখী শিকারে গিয়েছিলাম। এক সময়ে দেখি আর মাত্র একখানা বুলেট আছে অথচ তখনও একটাও পাখী মারতে পারিনি তাই সাবধান হয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি এক লাইনে ৮টা পাখী উড়ে আসছে। আমি লক্ষ্য ঠিক করে বন্দুক চালালাম। তাতে সবগুলোর মাথাব ভেতব দিয়ে বুলেট বাব হয়ে গেল। মরল সব কটাই। মরা হাঁসগুলো একটা গাছের শুকনো ডালেব ওপর পডাতে সেটাও ভেঙ্গে পডতে লাগলো। শুকনো ডালটা এসে পড়লো একটা খরগোসের গায়ে। খরগোস ছটফট করে মরার সময় পাশের মুরগীর গায়ে মাবলো লাথি। মুরগীটা শেষ লাফ দিয়ে আমার গায়ে এসে পডাতে ভারসাম্য রক্ষা না করতে পেরে বিলের মধ্যে পডে গেলাম। বিল থেকে উঠে আসবার সময় দেখি আমার পকেট মাছে ভর্তি হয়ে গেছে।



—দিদিমণি, তুমি খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে, তারজন্যে বাইশজন ছেলে এসেছে বাইশটা নতুন কলম নিয়ে। প্রত্যেকেই বলছে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। এখন দেখতে চল তোমার কলম কোনটা!

—আমি যা বলবো গোপন রাখতে পারবে ?

—নিশ্চয়ই।

—আমি কিছু টাকা ধার চাই !

—ঠিক আছে। এযেন আমি কোনদিন শুনিনি !

—শুনলাম নাকি কাল রাতে যতীন তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিল ?

—কথনই নয়। আর এ ছাড়াও সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কাউকে বলবে না।

—তোমার রুমালে গিট কেন ?

—আমার গিন্নী দিয়েছে যাতে আমি চিঠি পোস্ট করতে না ভুলে যাই।

কি যে আমার হয়েছে—সমস্ত কিছুই ভুলে যাচ্ছি—কিছুই মানে রাখতে পাচ্ছিনা !

—তা ও কথাটাও ভুলে যাওনা।



—দেখুন কামিনী দেবী, বাংলা দেশের সিনেমায় পয়সা নেই। বোম্বে চলুন। আমার ছবিতে আপনার কিছু খাটুনি নেই—কেবল ঠোঁট নাড়তে হবে চোদ্দখানা গানের সঙ্গে। আর জামা-কাপড় সম্বন্ধে আপনাকে একটু ডিরেক্টরের সহযোগিতা করতে হবে !

—কেউ কেউ যাতে ভুলে না যায় সেই জন্যে আঙুলে দড়ি বাঁধে!

—তা ঠিক। আবার একদল আছে যারা যাতে সমস্ত ভুলে যায় সেইজন্যে গলায় দড়ি বাঁধে।

—লেখা শুরু করার দশ বছর পর আমি জানতে পারলাম যে আমার লেখার কোনো যোগ্যতা নেই!

—তারপর আপনি লেখা ছেড়ে দিলেন?

—না, সেই দিনই আমি বিখ্যাত হলাম!

—এই সেই পাণ্ডুলিপি যেটা আমি এক বছর আগে এনেছিলাম!

—তা সেটা আবার এনেছেন কেন?

—তারপর আপনি আরো এক বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন কিনা?

—এ যুগে বিখ্যাত সাহিত্যিক কে?

—সেইই, যে নাকি অগাধ ব্যাকরণ ভুল করে নতুন কথার সৃষ্টি করতে পারে।



—তোমাকে দুমাস সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল!

—হুজুর জেলখানায় তবু খেতে পাব, কারাদণ্ডটা আরও বাড়ান যায়না হুজুর।

—আপনি আপনার গল্পে নায়কের নাম 'আদম' দিয়েছেন কেন ?

—কেন আপনি যে প্রথম পুরুষে লিখতে বলেছিলেন।

—আশা করি বিবাহ করে তুমি সুখী হয়েছ ?

—নিশ্চয়ই, আমি আমার স্ত্রীর অতীত নিয়ে তিনখানা নাটক রচনা করে ফেলেছি !

—আপনি অনেক কাগজ নষ্ট করেন।

—কিন্তু বাঁচাবোই বা কি করে ?

—কেন ? দুপিঠে লিখে।

— কিন্তু তাহলে তো আপনারা গ্রহণ করবেন না।

— ঠিক কথা এবং তাতে আরো কাগজ বেঁচে যাবে !

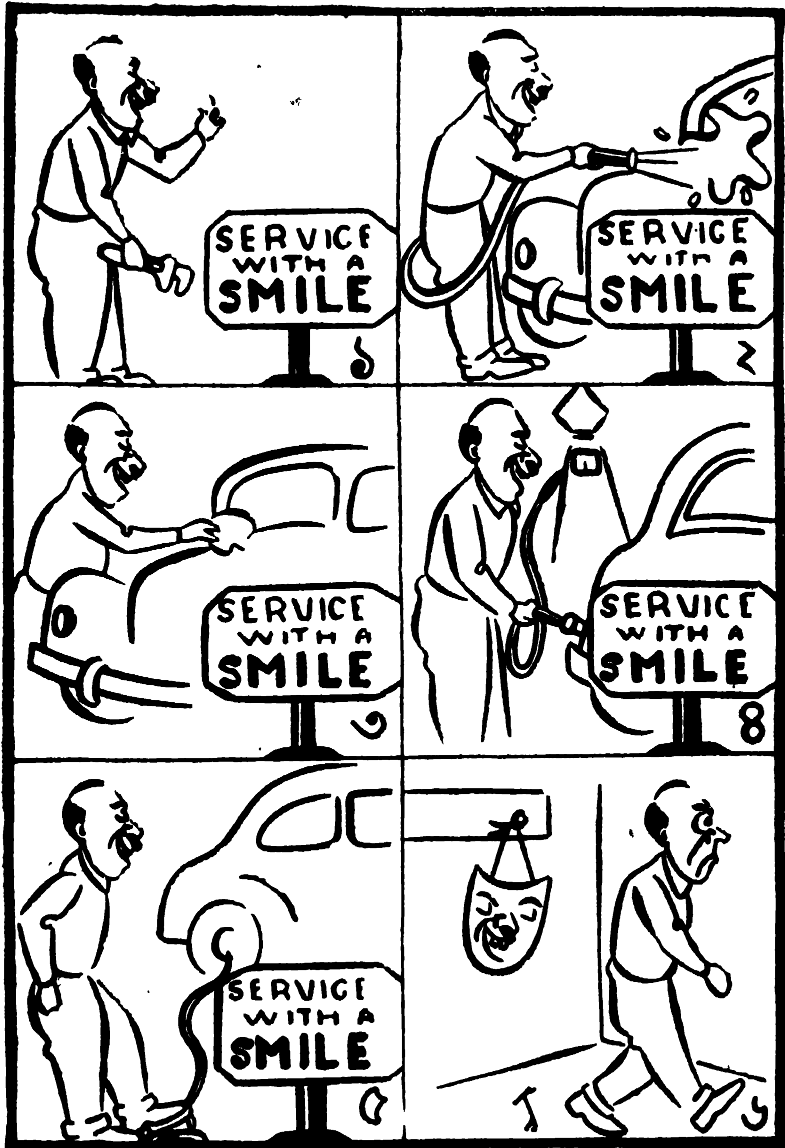


পথপ্রদর্শক—এই য জলপ্রপাতটি দেখছেন বাবু, এটি হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ। আমি এখানকার সমবেত মহিলাগণকে অনুরোধ করছি যে, তাঁরা যদি দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্তা বন্ধ রাখেন তাহলে আমরা এই জলপ্রপাতের গম্ভীর শব্দ শুনতে পাব।'


সম্মান
ডাক্তারের সম্মান
সেতারীর সম্মান
বড়বাবুর সম্মান
বন্ধুর সম্মান!!!


৫ বছরে—বাবার সঙ্গে
১২ বছরে— বন্ধুর সঙ্গে
SCHOOL
২৪ বছরে— স্ত্রীর সঙ্গে
৫০ বছরে— !!!
Kumar Ajit


সুইমিং ক্লাব
সুইমিং ক্লাব
দেখে বড় ভয় পাচ্ছে.
চশমাটা খুলে রেখে
সাঁতার দোব!


SERVICE
WITH A
SMILE
১
SERVICE
WITH A
SMILE
২
SERVICE
WITH A
SMILE
৩
SERVICE
WITH A
SMILE
৪
SERVICE
WITH A
SMILE
৫
৬



—এই কুকুরটা যদি তুমি কিনে নাও ভাই বড় ভাল হয়। চল্লিশটা টাকার আমার বিশেষ দরকার। এমন প্রভুভক্ত কুকুর তুমি কোথাও কিনতে পাবেনা?

—কি রকম?

—আমি ওকে তিন তিনবার বেচেছি, আর প্রত্যেকবারই ও ঠিক পালিয়ে এসেছে আমার কাছে।

গোপালবাবু মাছ ধরতে গেসলেন কলকাতার একটু বাইরে। একটা পুকুর দেখে সেখানে বসে গেলেন তিনি। অনেকক্ষণ কাটবার পর, পেছন থেকে কে একজন এসে কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করল, "কি দাদা, কিছু হল?"

"হল মানে?" গর্বে ফেটে পড়লেন গোপালবাবু, "কু-ড়ি-টা মাছ ধরেছি কম সে কম।"

"তাই নাকি? তা আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি কে? আমার এই পুকুর, আর এখানে মাছ ধরলে প্রতি মাছ পিছু ১৲ টাকা করে দিতে হবে। টাকাটা বের করুন।"

ক্ষণেকের জন্যে ঘাবড়ে গেলেন গোপালবাবু, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন, "আপনিও জানেন না আমি কে? আমি কলকাতার সবচেয়ে নামকরা মিথ্যেবাদী।"



সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমার দুয়ারে এসেচি

অফিসের বড়বাবু ছুটির পরদিন অফিসে গিয়ে তাঁর নিম্নপদস্থ সকলকে ডেকে গল্প করতে শুরু করলেন টিফিনের সময়। কতগুলো ভালো হাসির কথা শুনে এসেছিলেন কোথায়, বলতে লাগলেন সে-গুলো। সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল তাঁর তামাশাগুলো শুনে, একজন কেবল হাসল না একদম, চুপ করে গম্ভীরভাবে বসেই রইল। বড়বাবু অবাক হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, "কি হে, তুমি যে বড় হাসছ না? তোমার কি এতটুকু রসজ্ঞান নেই?" বিকৃত মুখভঙ্গি করে কর্মচারীটি বললে, "আজ্ঞে না, আমার আর হাসবার কোন দরকার নেই। আমার ত চাকরি গেছেই—পয়লা থেকে ত আর আমাকে আসতে হবে না।"

"দেখো, ব্যবসায় সততা বলে একটা জিনিস আছে, সেটা সব ব্যবসায়ীরই মেনে চলা উচিত" দোকানদার পিতা ছেলেকে বললেন, "এই দেখো না, আজকে একটি খরিদ্দার ১০০৲ টাকার জিনিস কিনলে আমার দোকান থেকে, সে চলে যাবার পর দেখি, ভুল করে সে দু'খানা ১০০৲ টাকার নোট দিয়ে গেছে। ব্যবসায়ে সততার কথাটা আসে এইবার। এটা কি আমার অংশীদারকে জানানো উচিত না, না?"



'এক চাঁদ আজি শতচাঁদ কেন হল?'

"তুমি যখন চুরি করতে গিয়েছিলে, তুমি একলা ছিলে ? ঠিক করে বল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আজকালকার দিনে কি আর কাউকে বিশ্বাস করবার যো আছে ?"

"তুমি বলছ যে তোমার দাদামশাই বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার দরুণ মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ। যে লোকটা তাঁকে গাড়ি চাপা দেয় সে বললে যে তিনি শুনতে পান নি, দেখতে পান নি, দৌড়তেও পারেন নি।"

"আচ্ছা বলতে পারো, পরমেশ মোটর গাড়ির হর্ন একদম সহ্য করতে পারে না কেন ?"

"কিছুদিন আগে এক মোটর-ড্রাইভার ওর বৌকে নিয়ে পালিয়ে গেসল। সেই থেকে যখনই ও মোটর-হর্ন শোনে, ভাবে ড্রাইভারটা বুঝি বৌকে ফেরত আনছে।"



—আমি সিনেমায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে চাই।

"আরে ডাক্তারবাবু! এতদিন কোথায় ছিলেন? বাইরে? তাহলে অনেকগুলো রুগী আপনার হাতছাড়া হয়েছে বলুন?"

"হ্যাঁ, সে-কথা আর বলবেন না মশাই! তাদের প্রায় সবগুলোই সেরে উঠেছে।"

"যদি দেড়খানা মুরগীর ডিমের দাম দু'আনা হয়, তাহলে একটাকায় ক'টা পাওয়া যাবে?"

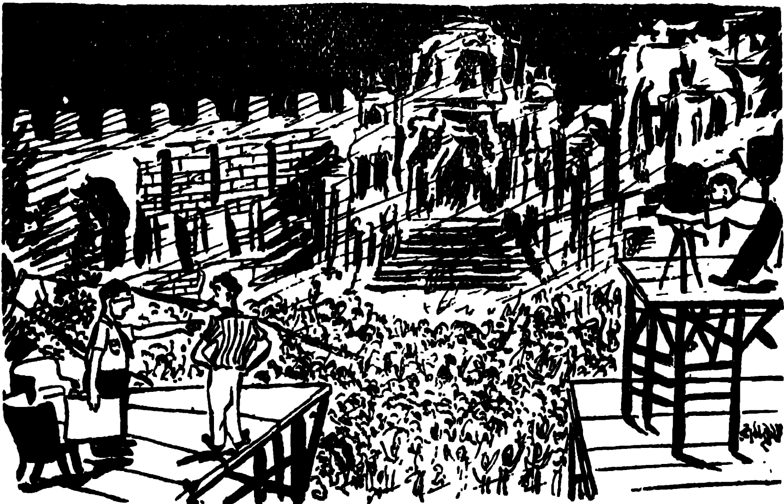
"দেড়টার দাম দু'আনা?"

"হ্যাঁ।"

ছাত্রটি খানিকক্ষণ ভাবল মনে মনে, তারপর বললে, "আরেকবার বলুন তো অঙ্কটা।"

"যদি দেড়টা মুরগীর ডিমের দাম—"

"কি? মুরগীর ডিম? হ্যাত্তেরি নিকুচি করেছে, আমি যে এতক্ষণ হাঁসের ডিমের হিসেব করছি।"



—মিস্টার সরকার, ভাবছি এ সেটটা নষ্ট করব। আমার মনের মতন হচ্ছে না। নতুন করে সেটটা করতে হবে। আজ স্যুটিং বন্ধ করতে বলি কি বলেন, প্যাক আপ করতে বলি এ্যাঁ?

কাজে ঢোকবার কয়েকদিন পরেই লোকটি বললে. "হুজুর, আমি আপনার কাছে কাজ করতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি যে, আপনারা আমায় মোটেই বিশ্বাস করেন না, কাজেই এ-ক্ষেত্রে আমার এখানে থাকা অসম্ভব।"

হুজুর বললেন, "সে কি হে, তোমাকে বিশ্বাস করি না কে বললে? তুমি যেদিন থেকে এসেছ, সেদিন থেকেই তো তোমার হাতে সংসারের সব ভার ছেড়ে দিয়েছি। আমার ঘরের চাবি তোমার কাছে, আমার আলমারির চাবি, সিন্দুকের চাবি—সব তো তোমার হাতে দিয়েছি। এতেও যদি বলো তোমাকে বিশ্বাস করি না—"

"আজ্ঞে না, ওকে বিশ্বাস করা বলা চলে না কারণ দেখেছি একটা চাবিও লাগে না।"

দরজায় ধাক্কা দিতে একটি ভদ্রলোক খুলে দিলেন দরজাটি। লোকটি জিগ্যেস করল তাঁকে, "আমি এই বাড়ির মালিকের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, আপনিই কি মালিক?"

নিজের বুকে বিরাট এক থাপ্পড় কষিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "নিশ্চয়। আমিই এখন বাড়ির মালিক। আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছেন"



—দেখেছিস আজকাল—সিনেমা হাউসে আর নতুন কলাগাছ লাগাতে হয়না।

—কলাগাছ শুকোবার আগেই যে আবার নতুন ছবি আসে।

রাস্তায় চলতে চলতে দু'জনের দেখা হল, একজন আর একজনকে জিগ্যেস করল, "আপনি যাচ্ছেন কোথা?" "ময়দানে।" উত্তর দিল অপর লোকটি। "ময়দানে? হরিরামবাবুর লেকচারে নয়তো?" বলল প্রথম লোকটি। দ্বিতীয় লোকটি মাথা নেড়ে জানালো, সেখানেই সে যাচ্ছে। তখন প্রথম লোকটি বললে, 'যাবেন না মশাই, যাবেন না। এমন জঘন্য লেকচার দেন হরিরামবাবু। আমি হলে তো কক্ষণো যেতাম না।" দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে দ্বিতীয় জন বললে, "উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে। আমিই হরিরামবাবু কি না।"

প্রত্যেক স্টেশনে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছিলেন, আর প্রায় গাড়ি ছাড়বার সময় এসে উঠছিলেন। বহুক্ষণ ধরে এই রকম চলবার পর কৌতূহল সামলাতে পারলাম না, জিগ্যেস করলাম, "আচ্ছা, কিছু যদি না মনে করেন,—আপনি প্রত্যেক স্টেশনে নেমে যাচ্ছেন কেন?" ভদ্রলোক যা উত্তর দিলেন, সেটা সত্যিই শোনবার মত। তিনি বললেন, "ডাক্তার বলছে, আমার হার্ট অত্যন্ত দুর্বল। যে-কোন মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারি। কখন মরে যাব জানি না তো, তাই প্রত্যেক স্টেশনে নেমে পরের স্টেশনের টিকিট করছি। একটানা কলকাতা পর্যন্ত টিকিট করব, আর মাঝ পথে হার্টটি ফেল করে বসুক…অকারণ বাজে-খরচ আমি পছন্দ করি না।"



—এই নিন স্যার নিউ ফেস, আপনার মনের মতন হিরোইন খুঁজে নিন।

মণ্টুকে সিঁড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নামতে দেখে মা বললেন, "ওকি মণ্ট, কি হল? কাঁদছ কেন তুমি?"

অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় মণ্টু বললে, "বাবা একটা ছবি টাঙাবার জন্যে দেওয়ালে পেরেক পুঁততে গিয়ে, নিজের হাতে হাতুড়ি মেরে বসেছেন।"

"ছিঃ মণ্টু! তার জন্যে কাঁদবার কী আছে! এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়!—তুমি বড় হয়েছ এখন! এই সামান্য দুর্ঘটনায় তোমার হাসা উচিত," মা বললেন।

চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় মণ্টু বললে, "তাই-ত আমি হেসেছিলাম।"



—ড্রাইভার, আমরা কতদূর এলুম।

—শ্যামবাজার।

—আর একবার যে গড়িয়াহাটে ফিরে যেতে হবে।

—কেন স্যার?

—আমার দেশলাইটা যে ওখানে ফেলে এসেচি।

নদীর ধারে এসে দেখা গেল পার হবার কোন উপায় নেই। কানাইবাবু তীরে বসে থাকা একটি ছেলেকে জিগেস করলেন, "কি হে, বলতে পারো, দীঘিটা কত গভীর?"

"আজ্ঞে না, ও-সব আমি জানি না।" উত্তর দিলে ছেলেটি।

"হেঁটে পার হতে পারব কী?" জিগেস করলেন তিনি।

"নিশ্চয়ই!" জোরালো গলায় বললে ছেলেটি।

তার কথায় নির্ভর করে হেঁটে পার হতে গেলেন কানাইবাবু। কিন্তু একটু গিয়েই দেখলেন জল খুব গভীর, তাঁর নাক অবধি প্রায় ডুবে এসেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ছেলেটিকে ধমক দিয়ে বললেন, "খুব ছেলে ত তুমি! আমাকে ও রকম বাজে কথা বললে কেন? জল কম-সে কম দশ ফিট গভীর।"

"তা কি করে বুঝব বলুন, ওই দেখুন না হাঁসগুলোর আদ্ধেকটার বেশি ডোবেনি।" গম্ভীরভাবে আঙুল চুষতে চুষতে উত্তর দিলে ছেলেটি।



—হ্যালো লালবাজার, আমি মিসেস ঊর্মিলা ঘোষ কথা বলচি, হ্যাঁ আমার স্বামীকে ফিরে পেয়েছি, আপনাদের অনেক কষ্ট দিলুম।

"বাঃ চমৎকার মোটরগাড়িটা ত? কত দাম হে? ধরো, যদি ইন্স্টলমেণ্টে কিনি, তাহলে কতদিন আমাকে টাকা দিতে হবে?"

"আজ্ঞে, সেটা নির্ভর করছে, আপনি কত করে দেবেন তার ওপর।"

"ধরো, মাসে পাঁচ টাকা করে?"

"ওঃ। তাহলে - তাহলে এই ধরুন লাগবে আড়াইশো বছর।"

"তাই নাকি। তা হোক গে। আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই।"

—আমি বিয়ে করতে চাই আপনার মেয়েকে।

—তুমি মদ খাও? সিগারেট?

—ধন্যবাদ। কিন্তু ও-সব পরে হবে, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক।

—কি হে, কেমন লাগল ওই নতুন মেয়েটিকে?

—ভাল। সাধারণ মেয়েগুলোর থেকে ঢের তফাৎ।

—কেন?

—দেখলাম, মাত্র ওই মেয়েটিই রাজী হল আমার সঙ্গে সিনেমা যেতে।



—দেখুন মিস্টার চাকলাদার এমন করে আমার ছবিটা এঁকে দেবেন যাতে আর কিছুতেই না তুলে ফেলতে পারে।

খবরের কাগজ আর স্ত্রী—এর মধ্যে কোন তফাত নেই। কারণ প্রত্যেক লোকেরই নিজের জন্যে একটা থাকা উচিত, অপরেরটা বাগাবে না।



"শোন প্রিয়া তোমায় একটা কবিতা শোনাই…"

"ঢের রস হয়েছে। এবার গিয়ে র‍্যাশান আর কয়লা এনে দাও · আ· হ্যাঁ ঘুঁটেও ফুরিয়ে গেছে।"

বিচারক। হুঁ। দেখছি, রাত বারোটার সময় আলো না জ্বেলে রাস্তার ডানদিক দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়েছ। কি তোমার বলবার থাকতে পারে এরপর ?

আসামী। হুজুর কি করব, আমার যে ও ছাড়া উপায় ছিল না। গাড়িটা চোরাই কিনা।

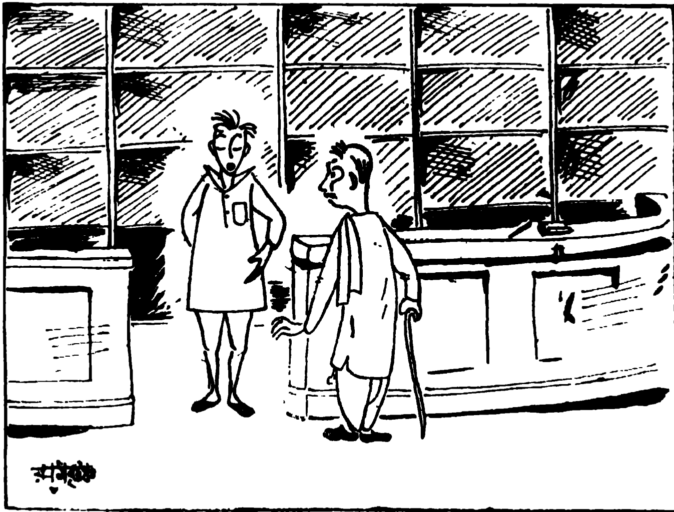
—আমাকে কিছু ইঁদুরমারা বিষ দিতে হবে—

—বেশ। আপনি নিজেই কি নিয়ে যাবেন ?

—(একটু ভেবে) নাঃ। আমি বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ইঁদুরগুলোকে।

"তুমি বল, তুমি মেয়েদের পোশাক দেখেই বিচার করতে পারো। আচ্ছা, ওই যে আমার বোনটি বসে আছে, ওর সম্বন্ধে তোমার কি রায় শুনি—" বললেন এক ভদ্রমহিলা কোন এক ভদ্রলোককে।

"উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাব" উত্তর দিলেন ভদ্রলোকটি।



—তবে লিখে রেখেছেন কেন, কণ্ট্রোল দরে ধুতি-শাড়ি পাওয়া যায়।

—কি করব ফুরিয়ে গেছে, এখন কেবলমাত্র আমার এই সার্ট আছে যদি নিতে চান বলুন খুলেদি।

"তুমি বলছ, তুমি জীবনে কখনও নেশা না করে গাড়ি চালাও না?"

"আজ্ঞে না।"

"তুমি ইচ্ছে করে গত এক বছরের মধ্যে দশটা লোক চাপা দিয়েছ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি বলতে চাও, যে তুমি সব সময় রাস্তার ডান দিকে দিয়ে গাড়ি চালাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে সর্বদা গায়ে পড়ে ঝগড়া করো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।

"বহুত আচ্ছা। ঠিক তোমার মতই একটা লোক চাইছিলাম আমাদের কোম্পানির বাস চালানোর জন্যে।"



—এদিকে থানাটা কোথায় বলতে পারেন?

—থানা এখান থেকে অনেক দূর··

—ঠিক আছে, তবে চটপট চুড়ি হার এসবগুলো খুলে দিন!

"হ্যাঁ হে, তোমার বউ কি সেলাই জানে ?"

"জানে। কেন ?"

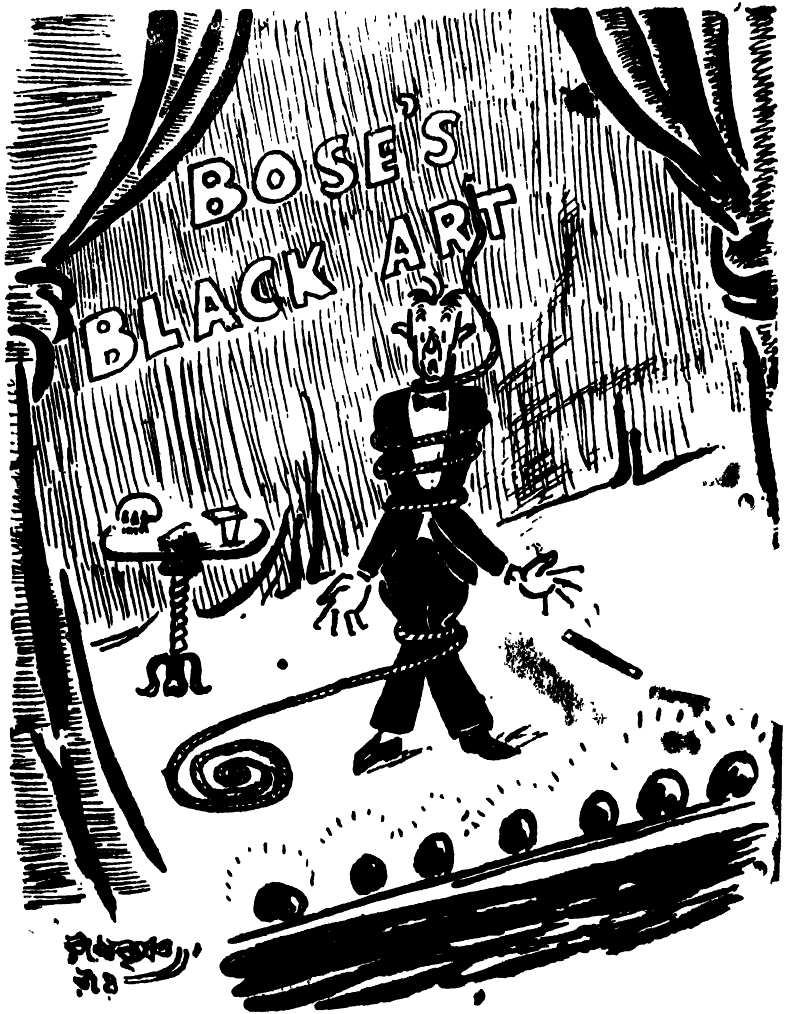
(পকেট থেকে একমুঠো বোতাম বার করে)—"তাহলে এগুলো নিয়ে যাওতো, আমাকে এর ওপর একটা শার্ট সেলাই করে দিতে বোলো তো।"

মা। খুকী, অত চেঁচাচ্ছিস কেন? চুপ করে খেলতে পারিস না? দেখ্‌তো, খোকা কেমন চুপ করে আছে।

খুকী। বাঃ, তাইতো আমাদের খেলা। ও হচ্ছে বাবা—বাজার করে এনেছে—আর আমি হচ্ছি তুমি।



বউনিটাই বাজে গেল, এক ডজন শুধু প্রেমপত্তর।



বোসেস ব্ল্যাক আর্ট



তখৎ-এ-তাউস

— প্রেয়সীকে) তোমাকে একটা ধাঁধা জিগেস করি – বলো তো ট্যাক্সি আর রিক্সর মধ্যে তফাৎ কি ?

—জানি না।

—বহুত আচ্ছা। তাহলে আমরা একটা রিক্সই নিই, কেমন ?

"বড্ড ক্লান্ত লাগছে। কাল সারারাত একটুও ঘুমোতে পারি নি।"

"ভেড়া গুণতে শুরু করলে না কেন ?"

"করেছিলাম তো। দশ হাজার ভেড়া গুণলাম, সেগুলোকে বাজারে চালান দিলাম, এবং তাইতে মোটমাট আমার কতটাকা লোকসান গেছে হিসেব করে উঠতে না উঠতেই দেখি ভোর হয়ে গেছে।"



'এই লাইট ধরে, ওপরে উঠতে পারিস।

'আমি শালা গরু নাকি, যেই ওপরে উঠব, তুমি আলো নিবিয়ে দেবে, একি আমি জানিনা বাওয়া।'.

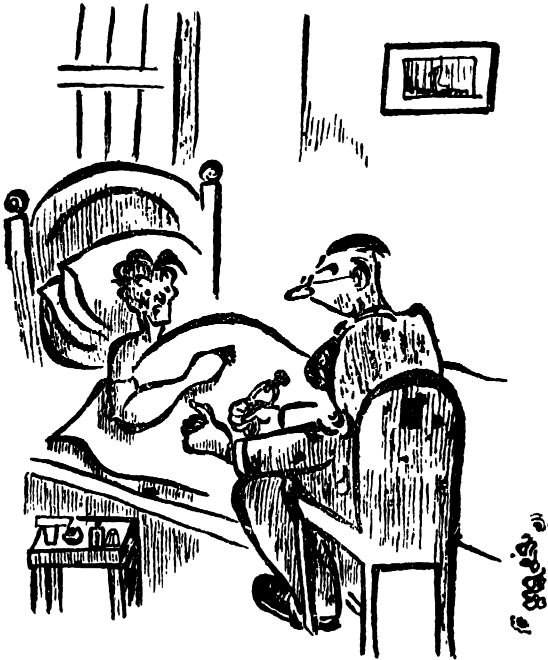
হোটেলের ওয়েটার। আপনার বিলটা যদি এবার—আমাদের এবার বন্ধ হবে কি না।

খরিদ্দার। কি বলছ হে, এখনও তো খেতেই দেওয়া হয়নি।

ওয়েটার। ওঃ তাহলে তো ঝামেলা নেই কিছু। শুধু বসার ভাড়াটা দিলেই চলবে।

"ওহো, তুমিই আমার অভিনয়ের সময় সিটি মারো।"

"বাঃ, তা কি করে হবে, সিটি মারা আর ঘুমোন কি একসঙ্গে সম্ভব?"



—আপনাকে এ যাত্রায় হয়ত বাঁচাতে পারি···কিন্তু···

—যতটাকা লাগে, আমায় বাঁচান।

—বাঁচাতে পারি, যদি আমার বন্ধুকে ভোট দেন।

"জানো, [illegible] তাড়িয়েছে যুদ্ধের চাকরি থেকে।"

"কেন? তার অপরাধ?"

"ও একবার একটা ছোট সৈন্যদলকে নদী পার করবার জন্যে নৌকোয় তুলছিল। মার্চ করিয়ে তুলেছে তাদের—কিন্তু জানো তো বেচারী কি-রকম তোতলা—'হল্ট' এই কথাটা আর কিছুতেই বলতে পারে নি।"



—ডাক্তারবাবু পেন উঠেছে চটপট আসুন...

—পেন? দুদিন আগে আপনার মেয়ে হয়েছে, আর আপনার স্ত্রীকে দেখে মনে হইনিত আর একটি ছেলে আছে। এরকম কথা জীবনে...

—না, না এ স্ত্রী-র নয়, আমার আর একটি স্ত্রী-র।

"আজকালকার ব্যবসাদাররা এক নম্বরের জোচ্চোর— টুথপেস্টের টিউবের মত টিউবে দিয়েছে জুতোর কালি।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"তাতে কি হয়েছে মানে? ওরা ভেবেছে, যে আমরা টুথপেস্টই ভাবব ওটাকে। কিন্তু আরে বাবা অত সহজে কি আর আমাকে ঠকানো যায়? মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জোচ্চুরি ধরতে পেরেছি।"

—আমার বউ পালিয়ে যাবার পর থেকে এক মুহূর্তও আমি ঘুমোতে পারিনি।

—কেন?

—আমার সর্বদাই ভয় করে, ওই বুঝি সে ফিরে এল।



—'আসা করা যাচ্ছে, মর্তের এই ইলেকশ্যনের জেরে স্বর্গ তোলপাড় হবে, অর্থাৎ বহুলোক এখানে আসবে।'

"তুমি সকালে ওঠো কখন হে ?"
"সূর্যের আলো জানলা দিয়ে ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই।"
"তাই নাকি ? খুব ভোরে ওঠো তো।"
"না, ঠিক তা নয়। আমার ঘরটা পশ্চিম-মুখো কি না।"

অঙ্কের মাস্টার। ছয় আর চারে কত হয় ?
ছাত্র। এগারো বারো হবে।
মাস্টার। এগারো বারো ! ছয় আর চারে দশ হয়।
ছাত্র। বাঃ তা কি করে হবে ? পাঁচ আর পাঁচে তো দশ হয়



বন্ধুগণ, সবশেষে শুধু বলতে চাই, এবারের এই ইলেকসনে আমায় আপনারা ভোট দিয়ে···নিজেদের কৃতার্থ করুন।

"কি ব্যাপার, তুমি আজও দেরি করে এসেছ?"

"আজ্ঞে, ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে।"

"ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে! কেন, তোমাকে বলেছি না ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে?"

"আজ্ঞে তা তো দেওয়া ছিল ঠিকই। কিন্তু অ্যালার্ম যখন বেজেছিল তখন যে আমি ঘুমোচ্ছিলাম, তাই শুনতে পাইনি।"

"চাকরটাকে কি বলে রাখব সকালে আপনাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে?"

"না, ধন্যবাদ। কোন দরকার নেই। আমি রোজ সকালে সাতটায় উঠি।"

"তাহলে আপনি কি অনুগ্রহ করে চাকরটাকে তুলে দেবেন সকালে?"



হাত দেখে বলুনত, ইলেকশনে জিততে পারব কিনা?

"আচ্ছা, আপনি রাতদিন অত কি লেখেন বলুন ত ?"

"আমি একজন লেখক কি না, নভেল লিখি।"

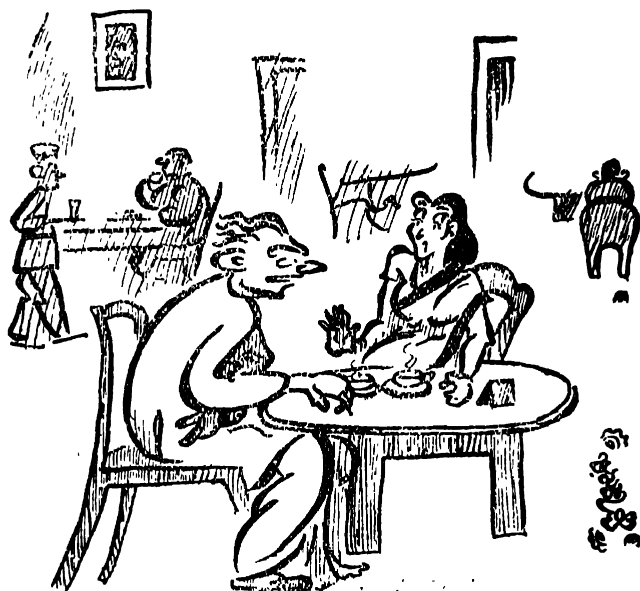
"হা ভগবান। তার জন্যে অত খাটুনি। দু'টাকা দিলে ত একটা নভেল কিনতে পাওয়া যায়।"



শাহানসা আকবরের হুকুমমত বীরবল দুটি কালা-বোবা লোক খুঁজে জোগাড় করলেন কিন্তু আর একটি পেলেন না। হুকুম হয়েছে তিনজন কালা-বোবা লোক হাজির করতে হবে। কি করেন, বীরবল দুজন লোক নিয়েই রাজসভায় গেলেন। আকবর জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল আর একটি লোক কই ? বীরবল একখানা আরসি আকবরের সামনে ধরে বললেন, এর ভেতর আর একজন আছেন হুজুর।

সত্যবাবুর ভীষণ অসুখ, অবস্থা খুব খারাপ দেখতে এসেছেন লক্ষ্মীবাবু, তাঁর বন্ধু। লক্ষ্মীবাবুকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, সত্যবাবুর সঙ্গে খুব সন্তর্পণে কথা কইতে, যাতে তাঁর মনে এতটুকুও আঘাত না লাগে সেদিকে যেন দৃষ্টি রাখেন তিনি। সত্যবাবুকে সব সময় প্রফুল্ল রাখবার জন্যে বারবার করে বলে দিয়েছিল ডাক্তাররা। লক্ষ্মীবাবু এসে ভারি মজার মজার গল্প বলতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে সত্যবাবু খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, প্রচুর হাসতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ লক্ষ্মীবাবু চুপ মেরে গেলেন, এবং একটু চিন্তিতভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে সত্যবাবু জিগেস করলেন, "কি হে কি হল? কি ভাবছ কী?"

"না, তা—হ্যাঁ—একটু ভাবনার কথা বইকি! আমি ভাবছি এত সরু আর ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে খাটটা নামাবে এরা কী করে?" চিন্তিতভাবে বললেন লক্ষ্মীবাবু।



'মিস পাঁজা, ব্যাগটা যে ফেলে এসেছি, আপনার কাছে কিছু নেই?'

'এ্যাঁ···আমার কাছেত কিছু নেই, আমি যখন কারুর সঙ্গে সিনেমা বা রেস্তোরায় যাই ব্যাগত নিইনা মিস্টার মাঝি।'

'তাহোক আমি ম্যানেজ করে নোব মিস পাঁজা, আপনি একগাছা চুড়ি দয়া করে খুলে দিন, ওতেই হয়ে যাবে।'

চাকরির আবেদনকারী।—আমি আমার আগের কর্মস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ আমাকে এমন একটা কাজ করতে বলা হয়েছিল, যাতে আমার বিবেক সায় দেয় নি।

মনিব।—হুঁ?—কি সে কাজটা?

—আমাকে অন্য কাজ খুঁজে নিতে বলা হয়েছিল।



'কুন্তলা, সেকালের দুষ্মন্তের মতন একালের তোমার শ্রীমন্তদা যে আংটী পরিয়ে...'

'আঃ তুমি বড্ড বাজে বক শ্রীমন্তদা, এই রকমের এইট্টিন্ ক্যারেট গোল্ডের আংটি কতগুলো আছে জান?'

'কত?'

'কিছু না হোক গোটা আষ্টেক ত নিশ্চয়ই।'

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মাথায় কাক বসেছিল গোটাকতক। উল্টো দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা লোক গুনছিল সেই কাকগুলোকে। হঠাৎ একটা পুলিস তার কাছে এসে বললে, "ওহে খুব তো কাক গুনছ। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কাক গুনলে ফাইন হয় তা কি জানো? এখন দাও তো দেখি যতগুলো কাক গুনেছ, ততগুলো টাকা।" লোকটি পকেট থেকে দশটি টাকা বের করে দিলে চুপচাপ। তারপর পুলিসটা চলে যাবার পর একগাল হেসে পাশের একজনকে বললে, "বেটাকে খুব ঠকিয়েছি মশাই। কোনকালে আমার পঁচিশটা কাক গোনা হয়ে গেছে।"



--এতনা রাতমে কেয়া করতা হ্যায়।

—আমি বাবা ল্যাম্পপোস্ট আছি, লোককে আলো দেখাচ্ছি।

"ওহে শুনছ, আমার ছেলেটিকে জল থেকে তুমিই বাঁচিয়েছ ?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা।"
"তাহলে পাজী বদমাইস, তার একপাটি জুতো কোথায় গেল ?"



—বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কেন ছোকরা ?

—আজ্ঞে একটু বিজনেসের জন্য···

—কি চাই সোজা বলনা ছাই,

—না বলছিলুম কি···

—না-না এসব হবেনা আমি ইন্সিওর করাবো না ··

— না, না আমি দালাল নই

—তবে কি চাই ?

—না আমি কিছু চাইনা, জানতে এসেছিলুম আপনাদের পাত্র চাই কিনা।

সম্প্রতি এক মজার ব্যাপার ঘটে গেছে এক কাপড়ের কণ্ট্রোলের লাইনে। কোন একটা দোকানে ভাল কাপড় এসেছে খবর পেয়ে, বিরাট এক লাইন দাঁড়াল দোকানের সামনে। তখনও দশটা বাজতে একটু দেরি আছে, দোকান তখনও খোলেনি বহু লোক, কাজেই একটু-আধটু চেঁচামেচি গণ্ডগোল যে না হচ্ছিল তা নয়, তাই বাধ্য হয়ে দু'টি পুলিস এসে সেখানে দাঁড়াল জনতাকে সামলাতে। হঠাৎ দেখা গেল, এক ভদ্রলোক এসে কিউ-য়ের গোড়ার দিকে এগিয়ে চললেন। যথারীতি আর সকলে হৈ চৈ করে উঠল, এবং ডিউটিতে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় বলে পুলিসকে আমরা যতই দোষ দিইনা কেন, এ পুলিস দুটি অন্তত: চুপ করে রইল না, তাড়াতাড়ি গিয়ে সে ভদ্রলোককে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল লাইনের শেষে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক অস্থির হয়ে উঠলেন, এবং চুপি চুপি একবার চারপাশ দেখে নিয়ে লাইন ছেড়ে এগিয়ে চললেন গোড়ার দিকে। স্বাধীন ভারতের পুলিস বলেই কি না জা ন না, দেখা গেল তাদের চোখ খুব তীক্ষ্ণ, আবার ভদ্রলোককে ধরে এনে যথাস্থানে দাঁড় করিয়ে দিল তারা।

কিন্তু ভদ্রলোকের ধৈর্য আছে বলতে হবে। তৃতীয়বার তিনি কিউ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সামনে এগিয়ে চললেন। এবার আর পুলিস দু'টো ধৈর্য রাখতে পারল না, ভদ্রলোককে একেবারেই তাড়িয়ে দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হল। এমন সময় সেখানে আর একটি লোক এসে ওই অবস্থা দেখে হকচকিয়ে গেল, বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইল ব্যাপারটা। ভদ্রলোক তখন রাগে লাল হয়ে ফুলছেন, ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "শুনে রাখো তোমরা, এই ব্যাটা লালপাগড়ী দুটো ফের যদি আমাকে ধরে লাইনে দাঁড় করাতে আসে, তাহলে, মাইরি, মা কালীর দিব্যি বলছি, আজ আমি দোকানই খুলবো না।"



কারখানার মালিক একজায়গায় এসে দেখলেন যে তাঁর দু'টি কর্মচারী বসে আছে, তার মধ্যে একজন দু'কানে বেশ করে তুলো গুঁজে একখানা চিঠি পড়ছে, অপর জন শুনছে। অবাক হয়ে তিনি জিগেস করলেন, "এ আবার কী হচ্ছে?" যে চিঠিটা শুনছিল, সে বললে, "আজ্ঞে এটা আমার বৌ এর চিঠি। আমি পড়তে জানি না কিনা, তাই একে দিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছি।" মালিক জিগেস করলেন, "কিন্তু ওর কানে তুলো গোঁজা কেন?" লোকটি উত্তর দিলে, "আজ্ঞে তা না হলে আমার বৌ কি লিখেছে আমাকে, তা যে ও সব শুনে ফেলবে।"



'মম হৃদে সেথা খেওনা, খেওনা, চরণ চলিতে চায়।'

আধুনিক :তরুণ একটি বড় দোকানে ঢুকে।—দেখুন, আমি একটি মেয়ের জন্যে কিছু একটা উপহার কিনতে চাই, কি নেওয়া যায় বলুন তো!

—সে মেয়েটি কি আপনাকে পছন্দ করে?

—ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

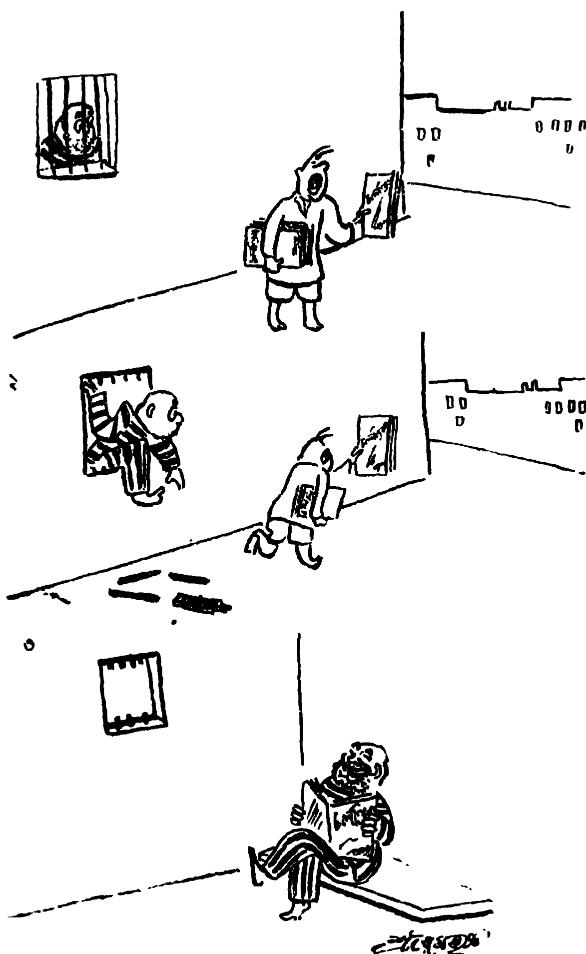
—তা হলে যা খুশি আপনি নিয়ে যেতে পারেন মশাই, যে মেয়ে আপনাকে পছন্দ করে, সে মেয়েকে যা দেবেন তাই পছন্দ করবে।

"ওহে তোমার দর্জির ঠিকানাটা আমাকে দেবে?"

"দিতে পারি, যদি আমার ঠিকানাটা তাকে না দাও।"



'ভালোবাসা মোরে ভিখারী করেচে তোমারে করেছে রাণী।'



ক্যাপশ্যন নেই